১৯২২ - বসুমতী (মাসিক) - হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

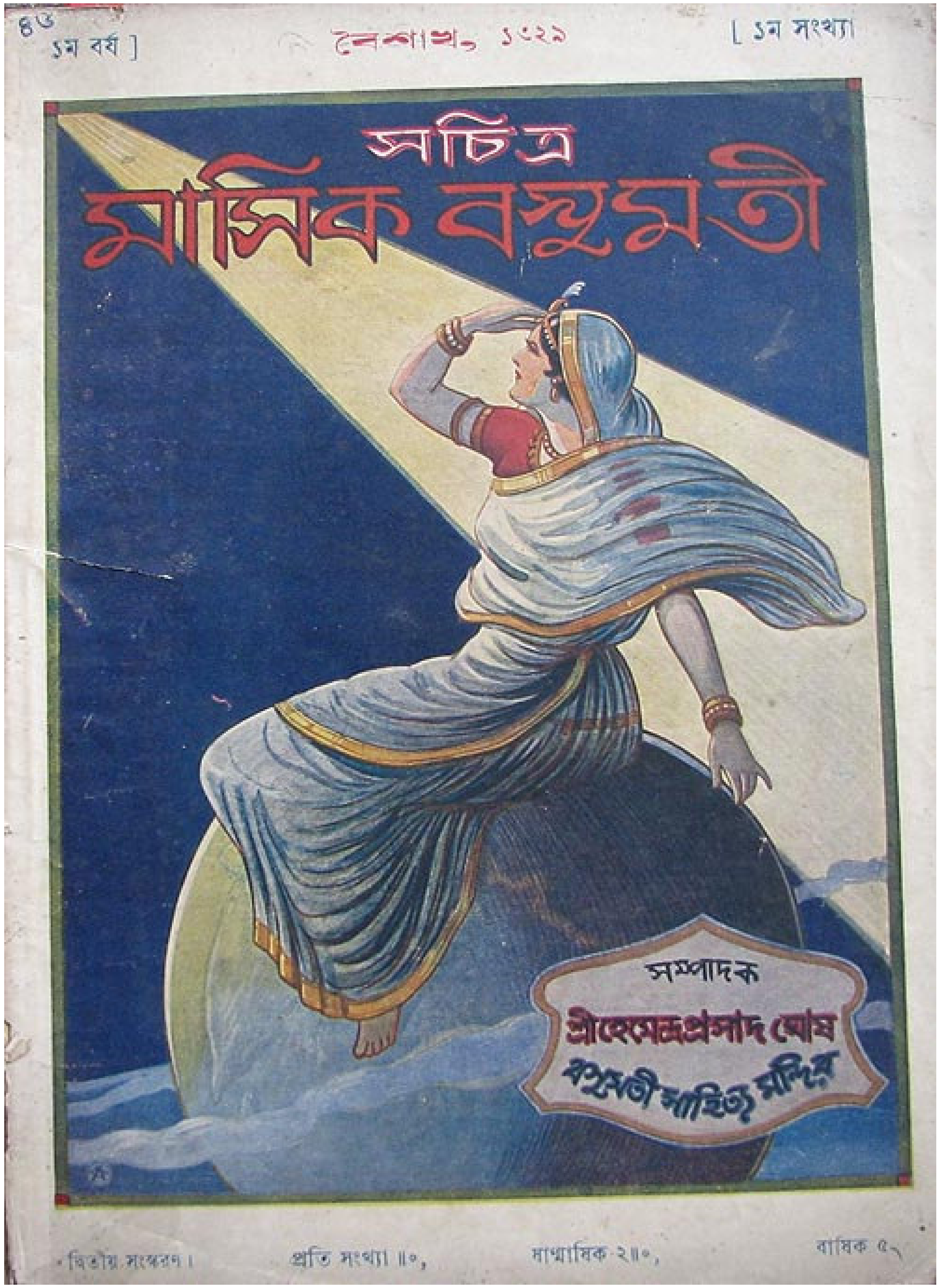

স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত ! সাহা এণ্ড কোং'র স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত !

বসন্ত ফ্লুট হারমোনিয়াম।

আহা কি মধুর স্বর,
এনেছি তোমারে বঁধু
বাজারে যা শ্রেষ্ঠ আছে,
বসন্ত ফ্লুটেরে কর
যতনে সাজায়ে দেছে
কারু দেছে ঢেলে
ভালো বেসে দেছে তায়
উপরে দিয়েছে
সেরা এর'র চৌ,
কেন চেনুলো

দশদিশি ভরপুর,
দিতে উপহার।
এনেছি তোমার কাছে,
পরখ এবার॥
গীতের মোহন মালা,
স্বরধার।
পবন তরঙ্গ
মধু সদ,
অনিল বহেছে বেই,
মধুহার॥

বন্ধ চাবির সার, করস্পর্শে অনিবার, চালিবে রাগিণী স্বরধার। ধরহে ধরহে ! স্বামীহে ! ! সস্তাহে ! ! ! সকল হিয়ার বিধু সার॥ এ ফ্লুট সবার বঁধু, এ ফ্লুট সুরের মধু, এ ফ্লুট সবার—শুধু নিলেই তোমার।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান আর্ট গ্যালারী,—১৬১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

[১৮৮৮ সালে স্থাপিত]

স্থাপিত সন ১২৬৫ সাল।

ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাজ-প্রতিনিধি মহামতি লর্ড রিডিং বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,

সর্ব্বপ্রকার বিলাতী ও পেটেন্ট ঔষধ, চিকিৎসার উপযোগী যন্ত্রাদি, সুরা, পশুচিকিৎসার ঔষধ ও যন্ত্রাদি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি বিক্রেতা।

হেড অফিস :—১ ও ৩ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

শাখা অফিস :—৩০নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ :—১২নং বনফিল্ডস্ লেন। চক্ষু ও চশমা বিভাগ :—১২নং বনফিল্ডস্ লেন।

শাখা :—৩০নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট। দন্ত চিকিৎসা বিভাগ :—১৬নং চায়নাবাজার লেন।

আয়ুর্ব্বেদিক বিভাগ :—৩০নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট। সুরা বিভাগ :—৩নং বনফিল্ডস্ লেন।

রিসার্চ লেবরেটরী—২২নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

১। আমাদের এই বিভাগে অভিজ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ব্যক্তির সাহায্যে আমরা সকল প্রকার পদার্থ, জল, ঔষধ, সুরা ও মোম প্রভৃতি এনালিসিস্ বা বিশ্লেষণ করিয়া থাকি এবং মূত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে হইয়া থাকে। পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়।

২। এইস্থানে বিবিধ প্রকার আবশ্যকীয় পেটেন্ট ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৩। সোডা লিমনেড প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পানীয় জল এইখানে প্রস্তুত হয়।

কয়েকখানি কিনিবার মত ভাল বই সদ্য প্রকাশিত হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুষ্পপাত্র ১।০

সওগাত ১।০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আঁধি ২॥০

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সুবলসখার কাণ্ড ৸০

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

পল্লীচিত্র ২।০

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়

তন্বী ১।০

সব বইগুলি সুন্দর বাঁধাই, সোণারজলে লেখা।

আমরা সকল রকম নাটক, নভেল, স্কুল ও কলেজপাঠ্য বই-ই বিক্রয় করি।

রায় এণ্ড রায়চৌধুরী

২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, (দোতালা) কলিকাতা।

বেঙ্গলর্ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এন্, এন, রায় এণ্ড কোং,—১৬ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

ঔষধের অকৃত্রিমতা সততা ও কার্য্যপরিচালনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। বিংশতি বৎসরের অভিজ্ঞ ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ঔষধ প্রস্তুত হয়। সমস্ত ঔষধ টাট্‌কা। প্রতি ড্রাম /১০ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস্ ইত্যাদি চিকিৎসাসম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহ-চিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহ-চিকিৎসা ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি পূর্ণ যথাক্রমে ২।০, ৩৸০, ৪৲, ৬৲, ৭।০ এবং ১২।০, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

CHAPEL ORGAN Co., Manufacturers & Importers of American Reed Organs.

Price List free on application. 38, Creek Row, East of Wellington Square, Calcutta.

হাকিম মসিহর রহমান সাহেবের আবিষ্কৃত

মোমসেক বটিকা

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের একমাত্র মহৌষধ !

ইহা দুর্ব্বলের বল, স্বাস্থ্যহীনের চিরস্বাস্থ্য, নিরাশার পূর্ণ আশা।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

প্রতি সেট ৩ প্রকার ঔষধ—২৸০। মাশুল ।৵০।

ঐ ক্লাস কোয়ালিটি প্রতি শিশি ৩৲ এবং প্রতি সেট ৫৸০।

মাশুল ।৵০ ছয় আনা। সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

মঞ্জনশাহী

সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের

আশ্চর্য্য হাকিমী দন্তমঞ্জন !

এ পর্য্যন্ত কেহ বিফল মনোরথ হন নাই। ইহাতে এক মিনিটেই দন্তশূল নিবারিত হয় এবং দন্তবেদনা, মাড়ি-ফুলা, পোকা লাগা, পুঁজ-রক্ত পড়া, দাঁত নড়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ দূরীভূত হইয়া দন্ত সুদৃঢ় হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা।

মাশুল ।৵০ আনা।

বেগম বাহার

বেগমবাহার তৈলই

জগতে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসিত ও সর্ব্বজনপ্রিয় !

ইহা শিরোরোগের সর্ব্বপ্রকার মহৌষধ।

ইহার গন্ধ সানাস্তে নষ্ট হয় না।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৵০ ;

ডজন ১০৷০ টাকা, মাশুল ১॥০ ; সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

কুয়তে মেদা বা হাকিমী হজমী গুলী

অজীর্ণ, উদরাময়, অম্লিমান্দ্য, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, আমাশয় বমকাভেদ ও কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রত্যক্ষ আশুফলপ্রদ মহৌষধ। যাঁহাদের আহারে রুচি নাই, ভোজনে তৃপ্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অমৃততুল্য। উল্লিখিত যাবতীয় রোগে ঈশ্বরের কৃপায় এক বটিকাতেই পীড়ার উপশম হয় এবং এক শিশিতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন কি আকণ্ঠ ভোজনের পর এক বটিকা সেবনে পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়। ইহা অতিশয় মুখরোচক। প্রতিশিশি ১০ সিকা। মাঃ ।৵০।

সহজ হাকিমী শিক্ষা

বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, মহম্মদী, মোসলেম-হিতৈষী, সম্মিলনী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রশংসিত। ইহা দ্বারা সকলেই অনায়াসে হাকিমী মতে সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা ও শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র ; মাশুল ।৵০ আনা ; চারি শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; সর্ব্বত্র পাইবেন।

হাকিমি দ্রব্যগুণ শিক্ষা—ইহার সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধ মতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ৫০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, সর্ব্বত্র পাইবেন।

☞ বিশেষ দ্রষ্টব্য—যাবতীয় রোগ বিবরণ সহ পত্র লিখিলে অভীষ্ট মত ও নিপুণতার সহিত বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ক্যাটালগ প্রেরণ করা হয়।

ইউনানী মেডিকেল হল ও বেগমবাহার আফিস :—

টেলি—বেগমবাহার] ৯০, লোয়ার চিৎপুর রোড [পোষ্টবক্স ৬৭০৯, কলিকাতা।

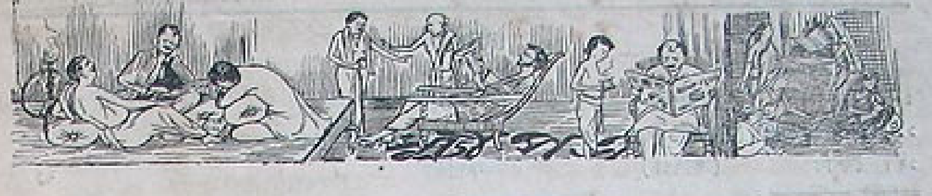

বিষয়		লেখক	পত্রাঙ্ক
১। পত্রসূচনা	(ভূমিকা)	সম্পাদক	১
২। প্রথম বর্ষণ	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	২
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ	(জীবন আলোচনা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	৩
৪। কে ডাকে	(কবিতা)	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৫
৫। তৃণানল	(অপ্রকাশিত কবিতা)	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
৬। বুরহানপুরে	(কবিতা)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ	৯
৭। আওরঙ্গাবাদে	(কবিতা)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ	৯
৮। লণ্ডনে জয়োৎসব	(বর্ণনা)	সম্পাদক	১০
৯। তিরস্কার	(কবিতা)	ঐ	১১

আমরা সাইকেল ও গানের কল মেরামত করিয়া থাকি।

গ্রিভিয়াণ ম্যাচ—১২॥০
১ নং কমপ্লিট ফুটবল—১৪০
২ নং—২।০ ৩ নং—৩।০,
৪ নং—৩৸০ ডাক—৪॥০
৫ নং Leader ৪॥০
Jupiter Match ৬॥০
Victory Match ৭॥০

গানের কল ৩০৲ হইতে ১৫০০৲ পর্য্যন্ত।
যে কোনও রেকর্ড বা মিউজিকের প্যালা আবশ্যক, সুবিধা মূল্যে পাইবেন।

সিঙ্গল রীড—
২০৲, ২২৲, ২৫৲, ৩০।
ডবল রীড—
৩৮৲, ৩২৲, ৩৫৲, ৪৫৲।

MILTON CYCLE
সমস্ত সরঞ্জাম সমেত ২০৲

Phone.—2919.
Tel.—'Double,
Calcutta.

এস, এন, ভট্টাচার্য্য :

৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিত্রসূচি।

২৩। মিউনিটি ৭৭
২৪। ত্রিধা ৭১
২৫। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯
২৬। রাস্তায় জল দিবার মোটর-যান ১১৩
২৭। শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ১২০
২৮। শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১২১
২৯। লর্ড সীল ১২১
৩০। মিষ্টার মণ্টেগু ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু ১২২
৩১। লর্ড রেডিং ১২৩
৩২। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ১২৪
৩৩। শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ১২৪
৩৪। শ্রীচুনিলাল বসু ১২৫
৩৫। শ্রীঅমৃতাচরণ ঘোষ ১২৬
৩৬। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ১২৬
৩৭। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন ১২৭
৩৮। হসরৎ মোহানী ১২৮
৩৯। লর্ড মিন্টো ১২৮
৪০। লর্ড রোণাল্ডসে ১২৯
৪১। মহাত্মা গন্ধী ১৩০
৪২। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ১৩১
৪৩। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৩৩

রেখা চিত্র—

৪৪। ভারত সরকারের বাজেট ১১৭

বিজ্ঞাপনের মূল্য।

চুক্তির দর :— প্রতি মাসের জন্য

সাধারণ পৃষ্ঠা—	এক পেজ	২৫৲
"	অর্দ্ধ পেজ	১৪৲
"	সিকি পেজ	৮৲
"	অষ্টমাংশ পেজ	৫৲

বিজ্ঞাপনের প্রথম, শেষ, প্রবন্ধের শেষ পৃষ্ঠার প্রথম পৃষ্ঠা—

এক পেজ ৩০৲, অর্দ্ধ পেজ ১৬৲

সূচির নিম্নের অর্দ্ধ পেজ ২০৲

কভারিং ২য়, ৩য় পৃষ্ঠা ও ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রের সম্মুখের পৃষ্ঠা—

এক পেজ ৪০৲, অর্দ্ধ পেজ ২৫৲

কভারিং ৪র্থ পৃষ্ঠা— এক পেজ ৮০৲

র‍্যাপার— সম্মুখের দিক ৪০৲

" পশ্চাতের দিক ২টী স্থানে ৩০৲ হিসাবে ৬০৲

ক্রোড়পত্র :— (ছাপা ও কাগজ বাদ)

৮ পেজ ১০০৲, ৪ পেজ ৫৫৲, ২ পেজ ৩০৲

নিবেদন :—

মাসিক বসুমতী সংবাদিক্ষিত্রপ্রিয় সুধীজন-সমাজের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইলে আয়োজন সার্থক জ্ঞান করিব।

আমরা আপনাদের মতামতের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসাম পেপার মিলস্ লিমিটেড।

১ নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

যদি আপনি স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার চান,
তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন—

আসাম ডেভলপমেণ্ট কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস।
১নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

I. A. B.—Advt. Office.

সাইনবোর্ড ও দেওয়ালে বিজ্ঞাপন লেখাইতে কোথায় যাইবেন ?

কলিকাতা, ৬১।২ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে
সুপ্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট
এম, এন, শীর
কাছে যাইতে ভুলিবেন না।
সকলপ্রকার ডিজাইনের কাজ সুলভে হইয়া থাকে।
একবার পরীক্ষা করুন।

কে, সি, বসু এণ্ড কোং'র
বার্লি ও বিস্কুট ফ্যাক্টরী,
২ নং কালাচাঁদ সান্যালের লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক পরীক্ষক রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু আই, এস, ও এম, বি, মহোদয় আমাদের বার্লি (analyse) পরীক্ষা করিয়া তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন। জানি না, এদেশের লোকের এখনও কি ভ্রম যে, তাঁহারা দ্বিগুণ মূল্য দিয়া বিদেশী বার্লি ব্যবহার করিতেছেন। যাঁহারা কে, সি, বসুর বার্লিকে ভিন্ন চক্ষে দেখেন, বোধ হয় আর তাঁহারা এরূপ করিবেন না। যাহাতে এই অন্নবস্ত্র-বিহীন দরিদ্র দেশের পয়সা আর বিদেশে না যায়, তজ্জন্য স্বদেশবাসীগণের চেষ্টা করা কি উচিত নয় ?

ডটস পেটেণ্ট কতকগুলি নূতন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন

লিথো অপারেটাস্।
একখানি কাগজে যে কোন বিষয় লিখিয়া একটী মসলার উপর তাহার ছাপ তুলিয়া প্রায় ৫০ খানি কাগজ সুন্দররূপে ছাপান যায়। মূল্য ডিমাই ৮ পেজী ১০৲

হোম প্রিণ্টার
বা গৃহস্থ ছাপাখানা। ইহাতে ছোট খাট ছাপার কাজ অনায়াসে ছাপিতে পারিবেন, সেনার অক্ষর ও যাবতীয় সরঞ্জাম সহ ডিমাই কোয়ার্টার হ্যাণ্ড প্রেস ১১০০ টাইপ। মূল্য ২৫৲ ফুলিসক্যাপ হাফ ৩৫৲ টাকা।

মনো প্রেস।
ইহাতে ইংরাজী ও অক্ষরে মনো-গ্রাম ডাই প্রেসের মত হাই করিয়া ছাপিতে পারিবেন। ইহার সহিত ডাই ও ম্যাটিস দেওয়া হয় মূল্য ৮৲ টাকা।

রুলিং মেসিন।
ইহাতে এক্সা-সাইন খাতা, জমি-দারী ফরম, হিসাবের খাতা ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য সুন্দরভাবে ও সহজে সম্পন্ন করা যায়, মূল্য ফুলিসক্যাপ হাফ সাইজ ১২৲ টাকা।

প্রত্যেক দ্রব্যের প্যাকিং ও পোষ্টেজ গ্রাহকের লাগে।

এস, এণ্ড বি, দত্ত
১০০ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট কলিকাতা

এস, সি, দত্ত এণ্ড বি, কে, দত্ত।

প্রসিদ্ধ শিল্পকার—হোম প্রিণ্টার, ওয়ার্ড প্রিণ্টার, রটারী প্রিণ্টিং মেসিন, রুলিং মেসিন প্রভৃতি নির্ম্মাতা।

অফিস ও সোরুম :—
১০০ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,
পোঃ বিডন স্কোয়ার কলিকাতা।

রটারী প্রিণ্টিং—
মেসিন মূল্য ৪০৲
ফুলিসক্যাপ হাফ সাইজ
ইহাতে ষ্টীরিও ব্লক ফিট করিয়া দিয়া মেসিনের হাণ্ডেল ঘুরাইলে আপনি কালি লাগিয়া প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪০০ কাগজ ছাপা যায়। জমীদারী সেরেস্তার যাবতীয় ছাপার কার্য্য ঘরের লোক দ্বারা অল্প খরচে ও সহজে ছাপান যায়, ইহা সেগুন কাঠ ও লৌহ দ্বারা প্রস্তুত; গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর। ইহাতে ছবি পর্য্যন্ত ছাপা যায়। সচিত্র বিবরণের জন্য ।০ টিকেট সহ পত্র লিখিবেন। অর্ডারের সহিত অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠান আবশ্যক।

য়ুরোপের বর্ত্তমান সমস্যা।

ইংরাজ বলিলেন—"জেনোয়ায় চল।"

ফরাসী ঘাড় নাড়িলেন—"জাহান্নমে যাও। ভার্শাইল পরিত্যাগ করিয়া পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

জর্ম্মণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা যায় না। নিমন্ত্রণ পাইলে জেনোয়ায় কেন, যেখানে বল, যাইতে রাজি আছি।"

রুষ বলিলেন—"যাহা হউক্, এতদিন পরে অপাংক্তেয় বল্‌শেভিক যে তোমাদের পংক্তিতে আসন পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ইহা মন্দ রহস্য নয়। তবে,—জেনোয়া কেন, বাপু? লণ্ডন হইলে স্বয়ং লেনিন্ সশরীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন। আপাততঃ তাঁর শরীর কিছু খারাপ বটে। কিন্তু শুনিতেছি না কি যে, আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইবে, আমরা শান্ত ভালমানুষ কি না? খবরদার!"

পোল্ বলিলেন—"ফরাসী যখন বিমুখ, তখন আমার কি জেনোয়ায় যাওয়া উচিত? কিন্তু যাব কি যাব না, মিছে সে ভাবনা; যাইতেই হইবে। জর্ম্মণীর মার্ক তবু পদে আছে; আমার মার্ক আমাকে কি না বিপদে ফেলিয়াছে! আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে কি? ছোট-খাঁতাতের সঙ্গে একযোটে মিলিয়া কাজ করিলে হয় না?"

চেকো-শ্লোভাক—"তা' বেশ ত; আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। জেনোয়ায় ছোট-খাঁতাত ও পোলাণ্ড সম্মিলিত হইয়া কাজ করুক।"

যুগো-শ্লাভিয়া—"ঠিকই ত; আমরা পরস্পরের দুঃখ-কাহিনী ভাল করিয়া বলিতে পারিব।"

রুমানিয়া—"তা' বটেই ত। এখন আমাদের ছোট-খাঁতাতের স্বার্থ ও পোলাণ্ডের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নহে। তবে দলে পুরু হওয়া মন্দ কি?"

অষ্ট্রীয়া—"আমি কি করি? আমার নাড়ী কাটিয়া যে কয়টি রাষ্ট্রশিশু আজ সদ্যোজাত গরুড়ের মত চন্দ্রলোকে অমৃতের সন্ধানে ছুটিতেছে, তাহারা কি এই বিনতারূপিণী দাসীবৃত্তিধারিণী পরমুখাপেক্ষিণীকে সঙ্গে লইতে আজ লজ্জা বোধ করিবে? কিন্তু আমার যে নান্যঃ পন্থাঃ।"

ইটালী বলিলেন—"জেনোয়ায় আসিবে? একটু সবুর কর। এখানকার রাষ্ট্রযন্ত্র প্রায় বিকল হইবার যোগাড় হইয়াছে। অমাত্যবর্গ এতই চঞ্চল যে, জেনোয়ায় কি কি বিষয় আমাদের তরফ হইতে কি ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা ত কাহারও দেখি না। আগে নিজের ঘর-কন্না ঠিক না করিয়া আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের মিটমাট করিবার চেষ্টা বৃথা।"

পোঁয়াকারে মাথা তুলিলেন।—"তবু ভাল! য়ুরোপের জাহান্নমে যাওয়ায় বাধা পড়িল। আমার আপত্তির কথা আমি ঘরে বাহিরে খোলসা করিয়া জানাইতে দ্বিধা করি নাই; কিন্তু তোমার আপত্তি কি?"

জিয়োলিটির ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।—"জেনোয়ায় অষ্টবজ্র-সম্মিলন তোমার ভাল লাগিতেছে না কেন, তাহা আমি জানি। তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না যে, এই অষ্টবজ্র সম্মিলন না হইলে য়ুরোপ শাপমুক্ত হইবে না। নেপোলিয়নের মুখোস পরিয়া সভ্য জগতের রঙ্গমঞ্চের উপর তোমার আস্ফালনের ও তাণ্ডবের পশ্চাতে মার্শ্যাল ফশএর অসির ঝণৎকার আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া সুদূর ওয়াশিংটনের কর্ণপটহে ধ্বনিত হইয়াছে। কুক্ষণে ব্রিয়াঁ লয়েড্ জর্জ্জের সঙ্গে গল্‌ফ্ ক্রীড়া করিলেন; প্যারী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই তিনি দেখিলেন যে, সেই খেলার ফটোগ্রাফ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাগজ-ওয়ালারা দেখাইল, কি কৌশলে সুচতুর ওয়েল্‌শ্ খেলোয়াড় সরল কেল্টকে পরাজয় স্বীকার করাইতেছে। ব্রিয়াঁ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তুমি তাঁহার আসন অধিকার করিয়া বসিলে। সভ্যজগৎ বুঝিল, এইবার পোঁয়াকারে—লয়েড্ জর্জ্জের দ্বৈরথ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ভার্শাইলের লয়েড্ জর্জ্জ, আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের লয়েড্ জর্জ্জ, জেনোয়া অভিযানের লয়েড্ জর্জ্জ আজ হঠাৎ রথ হইতে অবতরণ করিতেছেন না কি? পৃথিবী কি তাঁহার রথচক্র গ্রাস করিল? তাঁহার সারথি, প্রাইভেট সেক্রেটারী সার জর্জ্জ ইয়ঙ্গার মূর্ত্তিমান্ টোরিবিদ্রোহের মত আজ বিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। লয়েড্ জর্জ্জ সরিয়া পড়িলে তুমি কি

নিষ্কণ্টক হইবে? ইংরাজ বলিতেছেন—তুমি যে-সে লোক নও; তুমি একটি মূর্ত্তিমান্ প্রোগ্রাম। তুমি জীবন্ত ভার্শাইল্!"

পোঁয়াকারে মৃদুভাবে বলিলেন—"তুমিও কি একটি প্রোগ্রাম নও? দুই বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন নিট্টি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে তুমি পনের দিনের মধ্যে নূতন রাষ্ট্র-সংসদ গঠিত করিলে। তদবধি ধনী ও নির্ধনের দ্বন্দ্বে তোমার হস্তক্ষেপ, তোমার কার্য্যপ্রণালী, তোমার কাটা-ছাঁটা প্রোগ্রাম···আর,—ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী নেপোলিয়নের নাম লইয়া শ্লেষ করিতেছেন! উত্তম!"

জিয়োলিটি ছাড়িবার পাত্র নহেন। "শ্লেষ করিব কেন? তুমি বোধ হয়, আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাও যে, তোমাদের তৃতীয় নেপোলিয়ন না থাকিলে আমাদের ইটালী রাষ্ট্র গঠিত হইত না। আমরা তাহা অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু তিনি তাঁহার সাহায্যদানের পরিবর্ত্তে যে দুইটি প্রদেশ দখল করিয়া লইলেন, তাহাদের সহিত আমাদের বহুকালের স্মৃতি জড়িত;—নীস্, গ্যারিবল্ডীর জন্মভূমি; আর স্যাভয়, আমাদের রাজবংশের কুলপরিচয় বহুযুগ ধরিয়া দিয়া আসিতেছে। জর্ম্মণীর কাছেও আমাদের রাষ্ট্রসংগঠন ব্যাপারে আমরা ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য।"

বিদ্রূপের স্বরে পোঁয়াকারে বলিলেন—"তবু ভাল যে, এখনও জর্ম্মণীকে সুখ্যাতি করিবার লোক সভ্যজগতে অন্ততঃ এক জন জীবিত আছেন। তোমার ঐ ভদ্র জর্ম্মণীটি কিন্তু কোনও বিষয়ে ঋণ স্বীকার করিতে চাহেন না; তাই মহা-সংসদ্ (Supreme Council) এর এত মাথাব্যথা; তাই ক্যানে

পোঁয়াকারে

(Cannes); তাই জেনোয়া! ভার্শাইল্ সন্ধির সর্ত্ত সে নেহাৎ গরজে পড়িয়া কিছু কিছু মানিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু আমাদের ক্ষতিপূরণের সময় সে ক্রমাগত জবাব দিয়া আসিতেছে যে, সে সম্পূর্ণ অসমর্থ। গলা টিপিয়া জোর করিয়া যা' কিছু আদায় করা হইতেছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে তা'র যত কিছু চাতুরী, তা' আমাদের কাছে ধরা পড়িতেছে; কিন্তু লয়েড্ জর্জ্জ দেখিয়াও দেখিতেছেন না, ইহাই আমাদের আক্ষেপ। আবার ইংরাজী কাগজগুলাতে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, ফরাসীর পক্ষে তাহা মোটেই আরামপ্রদ নহে। কাজেই আমাদের কাগজ-ওয়ালারাও পাল্টা জবাব গাহিতেছে। ইংরাজ বলেন, আমরা আট লক্ষ সশস্ত্র সুসজ্জিত সৈনিক রাখিয়াছি, সমগ্র য়ুরোপকে নেপোলিয়নের মত পদতলে রাখিবার জন্য;—তুমিও ত নেপোলিয়নের মুখোস-পরা ইত্যাদি ভাষা-প্রয়োগ করিয়া ঐ রকমই ভাব প্রকাশ করিলে। যাক্, সে সব বোঝাপড়া ইংরাজের সঙ্গে আমাদের করিবার সময় আসিয়াছে; কিন্তু জেনোয়ায় নহে। জেনোয়া লয়েড্ জর্জ্জের কীর্ত্তি; যেমন হেগ্ ট্রিবিউন্যাল্ ছিল নিকোলাসের কীর্ত্তি; জেনীভা, উইল্‌সনের কীর্ত্তি; ওয়াশিংটন্ হার্ডিঙ্গের কীর্ত্তি। যে বল্‌শেভিক রুশিয়া পূর্ব্বতন রোমানফ্ বংশের আমলের সমস্ত ঋণ অস্বীকার করিয়া আমাদিগকে ভরাডুবি করিতে বসিয়াছে, তাহাকে না কি সাদরে জেনোয়া বৈঠকে আহ্বান করা হইয়াছে; জর্ম্মণীকেও না কি বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া দিবার আয়োজন করা হইতেছে! সে ক্ষেত্রে আমরা সব দিক্ না বুঝিয়া সহসা একটা ফাঁদে পড়ি কেন? যাক্, আমি কেবল নিজের কথাই বলিয়া যাইতেছি। আমরা

পরস্পর বৃথা কথা কাটাকাটি করিতেছি। তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার কি এতই জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, যুরোপের এই দুর্দ্দিনে তুমি সকলকে আরও দিন কতক সবুর করিতে বলিতেছ?"

জিয়োলিট্টি বলিলেন,—"হইয়াছে বই কি! যুদ্ধশেষে ইটালী ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া দেখিল যে, বিজয়ী হইয়াও সে বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারিল না। এসিয়া ও আফ্রিকার জর্ম্মণ উপনিবেশে তা'র কোনও দাবী রহিল না। তুর্কী রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ডে ইংরাজ ও ফরাসী কোন এক কাল্পনিক নেশন-সঙ্ঘের (League of Nations) আদেশে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া সেই সমস্ত mandated territoryতে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ

ভাব-মদিরা আমাদের সেনা-বিভাগকেও চঞ্চল করিল। তুমি অবশ্যই জান যে, নিট্টি-সংসদ্ তাড়াতাড়ি অনেক সৈন্য কমাইয়া দিলেন, পাছে রুশিয়ার মত একটা ভীষণ আকস্মিক বিপ্লব আসিয়া পড়ে। কিন্তু সোশ্যালিষ্টদিগের তাড়নায় নিট্টি-গভর্মেণ্ট টিকিল না। লণ্ডন ও প্যারী নগরীতে রাষ্ট্র-সচিবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আড্রিয়াটিক সমস্যার সমাধানের তিনি কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন,—ব্রিয়ঁার বিপক্ষে থাকিয়াও তোমার তাহা অবিদিত ছিল না। এই সমস্ত কূট রাষ্ট্রনীতিক তর্কবিতর্কের সূক্ষ্ম সূত্র ছিন্ন করিয়া কবিবর ডি-আনাঞ্জিও কেমন করিয়া ফিউম্ দুর্গ দখল করেন, কেমন করিয়াই বা তিনি বড়-আঁতাত ও ছোট-আঁতাতের চাপে ফিউম্ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন, তাহাও তোমার অবিদিত নাই।"

ফশ।

নিট্টি

করিলেন। গ্রীস কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের পাশে আসর জুড়িয়া বসিল; ইটালী কিন্তু দন্তস্ফুট করিতে পাইল না। এমন কি, তাহার বড় সাধের আড্রিয়াটিকের পথে পাঁচ জনে কাঁটা দিল। এ দিকে সাধারণ শ্রমজীবীর অন্নসংস্থান করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িল। দেশের মধ্যে বল্‌শেভিক-নীতির প্রচার বৃদ্ধি পাইল। লোকে ভাবিল, মস্কো-নীতির অনুসরণ করিলে সমাজ রক্ষা পাইবে। এই নবীন

পোঁয়াকারে বলিলেন,—"হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। আরও জানি যে, ধনী ও নির্দ্ধনের দ্বন্দ্বে মিট্‌মাট্ করিতে গিয়া তোমার গভর্মেণ্ট দেশের সমস্ত কল-কারখানা শিল্প-ব্যবসায়ের উপর ধনীর ও শ্রমজীবীর সমান কর্ত্তৃত্বাধিকার দাঁড় করাইয়া দিল। সোশ্যালিষ্ট পত্রিকা 'অবন্তী' তোমার জয় ঘোষণা করিল।"

জিয়োলিট্টি বলিলেন,—"সোশ্যালিষ্টদিগের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হইল। আরও গোল বাধাইল, একটা নবীন

ন্যাশনালিষ্ট দল—ফ্যাসিষ্ট। লড়াই বন্ধ হইয়া যাইবার পর বহু সেনানী স্থানে স্থানে ছোট বড় ক্লব স্থাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন; নাম হইল—Fasci dei Combattenti যোদ্ধ্-সঙ্ঘ। গাব্রীল ডি-আনাঞ্জিওর ফিউম্ অভিযানে ইহারাই দল ভারি করিয়াছিল। ধনী বণিক ও কলকারখানাওয়ালারা ইহাদের সাহায্যে সোশ্যালিষ্ট ও অন্যান্য শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন করিবার প্রয়াস পাইল। তোমরা ধনি-নির্দ্ধন-নির্ব্বিশেষে সমাজের সকল স্তরে কায়মনোবাক্যে মিলিত হইয়া তোমাদের দেশের লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছ;—দলাদলি বাদবিসংবাদ যত কিছু—জর্ম্মণীর নিকট হইতে ক্ষতি-পূরণস্বরূপ কতটা আদায় করা যায়; ইহাই তোমাদের একমাত্র আসল তর্কের বিষয়। আর আমাদের গত বৎসরে কল-কারখানায় রেলষ্টেশনে জাহাজে নৌকায় রক্তপাত ও বহ্নিবিভীষিকা! মিলান্, ফ্লরেন্স, ব্যারি, ট্রীষ্ট—সর্ব্বত্রই এই উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব! গত জুন মাসে আমাকে পদ-ত্যাগ করিতে হইল। বণমী নূতন ক্যাবিনেট্ গঠিত করিলেন। তিনি নিজে সোশ্যালিষ্ট, কতকটা ফ্যাসিষ্টদিগকে জব্দ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন। আবার এখন ক্যাবিনেটে গোলমাল বাধিয়াছে। একটা পাকাপাকি মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত জেনোয়া মন্ত্রণা-সভায় আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিব না।...অথচ জেনোয়ায় যদি ভার্শাইলের গলদ সারিয়া লইবার চেষ্টা হয়—"

বিদ্রূপের স্বরে পোঁয়াকারে বলিলেন,—ভার্শাইলের গলদ তোমার আমার দোষে হয় নাই; হঠাৎ জর্ম্মণীর প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত করুণা-পরবশ হইয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি যদি আমাদের সাহায্য

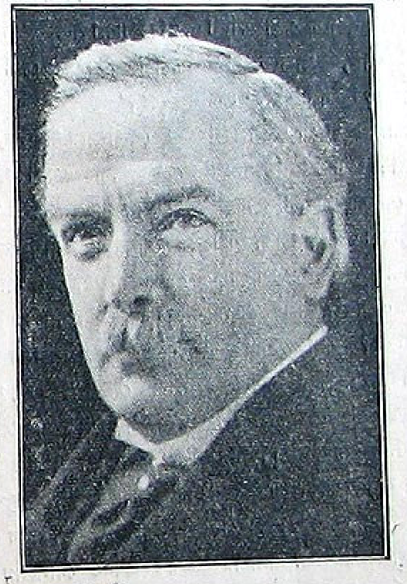

লয়েড জর্জ্জ।

না করিতেন, তাহা হইলে আমরা অতলে ডুবিয়া যাইতাম। কথাটা হয় ত আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু আমরা চার কোটি নরনারী প্রাণপণে জর্ম্মণীর গতিরোধ না করিলে, ইংরাজ আজ কোথায় থাকিতেন? যে জর্ম্মণী আমাদের দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া য়ুরোপের মধ্যে আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যাহা প্রাপ্য, তাহা আদায় করিবার চেষ্টা করিলেই ইংরাজ বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। অথচ আমাদের অর্থকোষ শূন্য; কিন্তু টেক্সের উপর টেক্স বসাইয়াও আমরা এবার বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক রাখিতে পারিলাম না। গত মহাসমরে অন্যূন পঞ্চদশ লক্ষ ফরাসী যুবক হত ও পঞ্চবিংশতি লক্ষ সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। এখন যদি আমরা অধিকৃত রাইণ নদের তীরে লক্ষসংখ্যক কাফ্রী সৈন্যের সমাবেশ করাইয়া শত্রুদমনে চেষ্টিত হই, তাহা হইলে কেন আমাদের প্রতিবেশী পরম বন্ধুর গাত্রদাহ উপস্থিত হয়? কেন তাঁহারা আমাদের শত্রুপক্ষীয়ের অভিযোগ নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিয়া বসেন? যে বল্‌শেভিক রুশিয়ার সঙ্গে কোনও প্রকার মিত্রতাস্থাপনের চেষ্টা করা হইবে না,—ইংরাজের সঙ্গে এইরূপ সর্ত্ত আমাদের ছিল; কেন তাহার সহিত ইংরাজ বাণিজ্যসূত্রে গ্রথিত হইলেন,—অথচ আমাদের মতামত গ্রাহ্য করা সমীচীন বিবেচনা করিলেন না? রোমানফ্ বংশের বহুমূল্য হীরকাদি ইংরাজের বাজারে কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিল? অথচ রোমানফের নামে ভূতপূর্ব্ব রুশিয়া গভর্মেণ্ট আমাদের নিকট হইতে ঋণ লইয়াছিল; আজ লেনিনের গভর্মেণ্ট সোজা বলিয়াছে যে, জারের আমলের ঋণের জন্য ইহারা কিছুমাত্র দায়ী নহে। সেই লেনিনের গভর্মেণ্টকে না কি জেনোয়া-সভায়

প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্ম আহ্বান করা হইয়াছে? অথচ তুর্কীকে সে সভায় নিমন্ত্রণ করা হয় নাই;—কেন না, ইংরাজ বলিতেছেন, তুর্কী য়ুরোপের নহে; তুর্কী এসিয়ার রাষ্ট্র! সেই তুর্কীসাম্রাজ্য ভাং-চুর করিয়া যেটুকু আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখা হইল, সেটার জন্ম সৈন্ত-সামন্তের উপর প্রভূত অর্থব্যয় করিতে না পারিলে অ্যাঙ্গোরাকে লইয়া কিছু বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। রাইণ-নদের তটে ফরাসী সৈন্তরক্ষার খরচ জর্ম্মণী যোগাইতেছে। কিন্তু এই অদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে ঘরের কড়ি দিয়া সীমান্ত-রক্ষার চেষ্টা বেশী দিন না করিয়া যদি আমরা অ্যাঙ্গোরাকে খানিকটা বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া থাকি, তাহাতে লর্ড কর্জ্জনের মাথার টনক নড়ে কেন? বল্‌শেভিক রুশের সঙ্গে ইংরাজ বাণিজ্য করিবার ব্যবস্থা করিলেন আমাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া; ইংরাজকে সম্পূর্ণরূপে না জানাইয়া অ্যাঙ্গোরার সহিত বোগ্‌দাদ রেলপথ ও সিলি-শিয়া সম্বন্ধে যদি আমরা একটা সুব্যবস্থা করিয়া থাকি, তাহা কি এতই গর্হিত হইয়াছে? ভার্শাইলের উপর কারিগরি করিয়া গলদ দাঁড় করাইল কে? এখন জেনোয়ায় তাহার কতটা সারিয়া লইবার চেষ্টা করা হইবে? সভ্যজগতের রণ-সাজ খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্ম ওয়াশিংটনে বৈঠক বসিল। স্থির হইল যে, বড় বড় যুদ্ধের জাহাজ আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আর কেহ নির্ম্মাণ করিতে পাইবে না, যা'র যা' আছে, তা'ও সম্পূর্ণ রাখা হইবে না; ইংরাজ, মার্কিণ ও জাপানীর নৌবহরের হার ৫: ৫: ৩ নির্দ্ধারিত হইল; আমরা বলিলাম, আমাদেরও বড় লড়াইয়ে জাহাজের সংখ্যা জাপানীর সমান করা হউক; কেহ তাহা সমর্থন করিলেন না; প্রায় অর্দ্ধেক করিয়া দাঁড় করান হইল,—৫: ৫: ৩: ১.৭৫; আমরা তাহাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী নগর-বন্দরগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্ম আমরা অধিকসংখ্যক ডুব-জাহাজ চাহিয়াছিলাম; মিঃ ব্যালফোর অম্লানবদনে বলিলেন যে, আমরা ডুব-জাহাজ চাহিতেছি, ইংরাজের বাণিজ্যতরী ডুবা-ইয়া দিবার জন্ম! আমাদের সে প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাত করিল না; পরন্তু মার্কিণের মনে আমাদের প্রতি অবিশ্বাস দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হইল,—যে মার্কিণ লড়াইয়ে নামিয়া-ছিল ফরাসীকে শ্মশানচিতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম। সে সময়ে আমি আমাদের প্রতিনিধি-চেম্বারকে যে কথা বলিয়াছিলাম, সে কথা তোমার মনে পড়ে কি?—America has entered the war because she will not see France on her funeral pyre,—সেই মার্কিণকে বিধিমত প্রকারে বিগড়াইবার চেষ্টা যাঁহারা করিলেন, আজ তাঁহাদের আহ্বানে আমরা জেনোয়া-বৈঠকে কেমন করিয়া যাই?"

জিয়োলিট্টি হাসিলেন—"তোমার এ অভিমান বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে না। একবার ঐ ওয়েল্‌শ ঐন্দ্রজালিক ভেল্কির মধ্যে তুমি আসিয়া পড়িলেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। বুলোঁ নগরে না তোমাদের শীঘ্রই দেখা-শুনা ও অনেক বিষয়ে আলোচনা হইবে?"

পোঁয়াকারে বলিলেন,—"তা' ত হবে; কিন্তু আগে হই-তেই আমার একটা মন্তব্য লর্ড কর্জ্জনের নিকটে পাঠাই-য়াছি; তাহাতে কোনও কথাই গোপন করি নাই। ভার্শা-ইল সন্ধির বড় কথাগুলার পুনরুত্থাপন যদি করা হয়, তাহা হইলে আমাদের জেনোয়ায় যাওয়া নিষ্ফল। ক্ষতিপূরণ বাবদে জর্ম্মণী কত টাকা দিতে বাধ্য, তাহা পাকাপাকি স্থির হইয়া আছে; রুশিয়াকে সভ্য য়ুরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, যদি সে আগেকার ঋণ স্বীকার না করে, সে সম্বন্ধেও আমাদের মতের দ্বৈধ ছিল না; পোলাণ্ড এবং ছোট-আঁতাতের রাষ্ট্রগুলির যে সীমানা ভার্শাইলে স্থির হইয়া সাধারণ জনমত কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার কোনও প্রকার নড়চড় করা হইবে না। সাইলিশিয়ার সীমান্ত লইয়া জর্ম্মণী এখনও গোলযোগ করিতে প্রস্তুত। এই রকম অনেক গোলমালের কথা রহিয়াছে, যাহার সুমীমাংসা জেনো-য়ায় হওয়া কঠিন। তাই আমি জেনোয়ার বৈঠক আপাততঃ তিন মাস স্থগিত রাখিতে বলিয়াছিলাম। ইংরাজী কাগজ-গুলা কিন্তু ইহারই মধ্যে হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই ইংরাজ যখন বলিলেন,—'জেনোয়ায় চল,' আমি বলিলাম, 'জাহান্নমে যাও'।"

এই সমস্ত কথোপকথনের মধ্যে ইংরাজ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; কিন্তু আর ধৈর্য্যরক্ষা করা অসম্ভব হইল। তিনি বলিলেন,—"সকলকে জেনোয়ায় উপস্থিত হইবার জন্ম অনুরোধ করিয়া আমি যে বিশেষ অন্যায় করিয়াছি, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্বীকার করি,

আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমাদের আন্তরিক মিলনে বাধা দিতেছে; কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, সকলের সমবেত চেষ্টা না হইলে য়ুরো-পীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা দুষ্কর। মার্কিণ আমাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি-তেছে; এতদিনের স্তব্ধ এসিয়া আজ ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদের আচরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করি-তেছে; আফ্রিকায় নানা নবীন ভাব-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত তথাকার য়ুরো-পীয় সভ্যতাভিমানী শ্বেতাঙ্গ নর-নারীর জীবন-তটে আছাড় খাইতেছে। সেই সভ্যতা-তরীখানি আজ বিষম হেলি-তেছে, দুলিতেছে,—বুঝি বা ডুবিতেছে। এই য়ুরোপীয় সভ্যতার কোন্ এক গোপন স্তরে হয় ত প্রাচীন গ্রীসের শিল্পকলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; রোমক নীতিশাস্ত্র আইন-আদালতের কঠিন কীলকে মানব-জীবন বিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু য়ুডীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের হাওয়া সেই নৌকার পাল স্ফীত করিয়া ধ্রুবতারার আলোকে আর তাহাকে চালিত করে না। এখন শিল্প-বাণিজ্য, আপিস, ব্যাঙ্ক যে সভ্যতার অঙ্গ, তাহার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে সোনা-রূপা ও কাগজের টাকার ধ্রুবত্বের উপর;—আন্তর্জাতিক দ্রব্য ও টাকা বিনি-ময়ের মধ্যে যদি কোথাও বিষম ফাঁক পড়িয়া যায়, তবেই সর্ব্বনাশ; এই exchange ও currency আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেই বিনিময় currency যদি বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে সবই গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। যুদ্ধের সময় য়ুরোপের সকলেই ঋণী হইয়াছিল মার্কিণের কাছে; এখন পর্য্যন্ত সে ঋণের বাবদে এক কিস্তিও টাকা দেওয়া কাহারও ঘটিয়া উঠিল না;—আসল ও সুদের হিসাব ভীষণ হইয়া উঠিতেছে।

লর্ড কার্জ্জন।

তবুও হয় ত কিছু সুব্যবস্থা সম্ভবপর হইত, যদি আন্তর্জাতিক পরস্পর বিনি-ময়ের হার পূর্ব্বের মত অন্ততঃ মোটামুটি বজায় থাকিত। কিন্তু তাহা হইল না। ঘটনা-পরম্পরায় য়ুরোপের সমস্ত টাকা-কড়ির ব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আমাদের গিনি (sovereign) ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব; লড়াইয়ের মাঝামাঝি মার্কিণ ডলারের কাছে তাহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইল। মার্কিণ স্পর্দ্ধাভরে বলিল—Henceforth the world will think in terms of dollars; তাহার কাছে আমাদের স্বর্ণমুদ্রার মূল্য পনের শিলিংএরও কম হইয়া গেল! বেগতিক দেখিয়া আমরা ফরাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া এক জন মার্কিণ ধনকুবেরকে আমাদের দালাল নিযুক্ত করিলাম। যত কিছু দ্রব্য অতঃপর আমেরিকায় ক্রয় করা হইল, ঐ দালাল সেগুলির মূল্য গিনিতে না দিয়া ডলারে দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এমন করিয়া কি বেশী দিন চলে? উত্তমর্ণ মার্কিণ যখন আমা-দের স্বর্ণমুদ্রা উচিত মূল্যে গ্রহণ করিতে রাজি হইল না, তখন তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিময় currencyতে পূর্ব্বের মত খাড়া করিয়া রাখা গেল না। যুদ্ধের অবসান হইলে ভার্শাইলে আমরা পরাভূত শত্রুকে চাপিয়া ধরিলাম।

হার্ডিঙ্গ।

যে কয়লার দৌলতে গত শতাব্দীর প্রথমভাগে শিল্পবাণিজ্যে আমরা জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলাম, সেই কয়লা গত শতাব্দীর শেষভাগে জর্ম্মণীকে আমাদের চেয়েও বড় করিয়া দিল, এবং মার্কিণকে জর্ম্মণীর চেয়ে বড় করিয়া তুলিল। ভার্শাইল সন্ধির সর্ত্তে জর্ম্মণীর বড় বড় কয়লা-গর্ভ ভূখণ্ড

হস্তান্তরিত করা হইল;—একটা ফরাসীকে ও অপরটা পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হইল। জর্ম্মণীর রহিল কেবলমাত্র ওয়েষ্টফেলিয়ার কয়লা। শিল্পবাণিজ্যে জর্ম্মণীকে সম্পূর্ণরূপে জখম করাই উদ্দেশ্য। সমস্ত বড় ও মাঝারি বাণিজ্যপোত কাড়িয়া লওয়া হইল। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল জর্ম্মণী বিজেতৃ-শক্তিপুঞ্জকে বৎসরে বৎসরে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইল, তাহা স্বর্ণমুদ্রা ভিন্ন অন্য কোনও রূপে দিলে গ্রাহ্য হইবে না; অর্থাৎ জর্ম্মণীর যত সোনা আছে, সে সমস্ত ভারে ভারে আমাদের শূন্য-কোষে অর্থাৎ আমাদের উত্তমর্ণ মার্কিণের বিপুল ধনাগারে নিয়মিত সময়ের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। যত কিছু জিনিষ সে রপ্তানী করিবে, সেগুলির উপর খুব কড়া শুল্ক বসাইয়া দেওয়া হইল। আর সমগ্র রাইন নদের তটে ইংরাজ-ফরাসী-মার্কিণ পাহারা বসান হইল। তাহার খরচ জর্ম্মণী যোগাইতেছে। প্রবল শত্রুকে এইরূপে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া আমরা জয়োল্লাসে ভার্শাইল হইতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মিঃ লয়েড জর্জ্জ বলিলেন—এইবার জগতে গণতন্ত্র-রাষ্ট্রের আর কোনও বাধা থাকিবে না, the world will be made safe for democracy কিন্তু তিনি কি বুঝেন নাই যে, এ সন্ধি শুধু জর্ম্মণীর পক্ষে নয়, সমগ্র য়ুরোপের পক্ষে সাংঘাতিক হইবে? কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি না বুঝিয়া বাধ্য ক্লেমাসঁার কথায় সায় দিয়া গেলেন? ইটালীর তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী নিটি সম্প্রতি "শান্তিহীন য়ুরোপ" নামক যে পুস্তক রচিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৫এ মার্চ্চ তারিখে মিঃ জর্জ্জ ফরাসী প্রতিনিধিগণকে বিজয়োন্মত্ত হইয়া জর্ম্মণীর প্রতি অবিচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণ-জাতীর অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে অপর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হয়, ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয় টাকা যাহাতে জর্ম্মণী এক পুরুষের মধ্যেই পরিশোধ করিতে পারে, যাহাতে তাহাকে পৃথিবীর কোনও হাটে ক্রয়-বিক্রয় করিবার বাধা দেওয়া না হয়, যাহাতে সে নিজের পায়ে ভর দিয়া পুনরায় দাঁড়াইতে পারে; মিঃ জর্জ্জ পুনঃ পুনঃ ফরাসীদিগকে তাহাই করিতে বলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—'য়ুরোপের বড় বড় দেশগুলাকে নৌ-বাহিনীদ্বারা অবরুদ্ধ রাখা ভাল হইতেছে না; জর্ম্মণীকে নেশন-সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হউক্। যদি জর্ম্মণীকে অত্যাচার-নিপীড়নে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে, য়ুরোপের পক্ষে ভয়ঙ্কর হইবে।' ক্লেমাসঁার পার্শ্বচরগণ যে জবাব দিলেন, তাহাতে মিঃ জর্জ্জের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তাঁহারা বলিলেন—'আপনি ভয় করিতেছেন যে, য়ুরোপে আমরা যে অবিচার করিতেছি, তাহাতে জর্ম্মণী ক্রুদ্ধ হইবে? তাহার প্রতি আপনারা যে অবিচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তজ্জনিত জর্ম্মণীর মর্ম্মান্তিক আক্রোশের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আপনারা তাহাকে বৈদেশিক সমস্ত হাট-বাজার হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহিতেছেন; তাহার উপনিবেশগুলা কাড়িয়া লইতেছেন; তাহার নৌ-বাহিনী আত্মসাৎ করিতে প্রস্তুত। যাহা হউক, ও সব কথা কেন? মনে করুন না কেন যে, সুবিচারের অথবা অবিচারের জ্ঞান জর্ম্মণীর তিরোহিত হইয়াছে; আমরা সব সখা মিলিয়া যত ইচ্ছা অবিচার করিতে পারি।' বাদানুবাদ খুব হইল বটে; কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মিঃ জর্জ্জ শান্ত শিষ্ট ভালমানুষটির মত সন্ধির কাগজে সহি করিলেন; নিট্টিও সহি করিলেন।

"সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা। জর্ম্মণীর সেনাদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। আমরাও ক্রমে ক্রমে বিদেশ হইতে অধিকাংশ সৈন্য ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে,—ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কর্ম্মক্ষম পুরুষ জর্ম্মণীর গ্রামে নগরে ছড়াইয়া পড়িল। রাজা নাই,—কিন্তু অরাজকতার লক্ষণ দেখা গেল না। নেপোলিয়নের এল্‌বা অথবা সেণ্ট হেলেনা, উইলহেল্‌মের এমারঙ্গেন্‌—ভাবুকের মনে কি কবিত্ব জাগাইয়া তুলে, জানি না; কিন্তু এই পঞ্চাশ লক্ষ জর্ম্মণ সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে, অন্নসংস্থানের কোনও উপায় তাহাদের নাই। পঁচিশ ছাব্বিশ লক্ষ বৃটিশ সৈন্যও দেশে ফিরিয়া দেখিল যে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া ভিক্ষাস্বরূপ ষ্টেটের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য লইয়া জীবনধারণ করিতে হইবে। কিন্তু ইংরাজের আশা ছিল, জর্ম্মণীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ বেশ মোটা টাকা মধ্যে মধ্যে পাইবে, তাহাতেই তা'র মুস্কিল আসান; কিন্তু জর্ম্মণীর কোনও আশা ছিল কি?

"দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর প্রায় কাটিয়া গেল। এখন

যাহারা মোটামুটি একটা হিসাব নিকাশ করিতে বসেন, তাঁহারা কোনও হিসাব মিলাইতে পারেন কি না, সন্দেহ। কেন পারেন না, তাহারও কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কার্য্য ও কারণের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড রহস্য-যবনিকা পড়িয়া রহিয়াছে;—মিসরের স্ফিংক্স-রহস্যের মত যে তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিবে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ফরাসীর বুদ্ধিতে সেই সমস্যা-সমাধানের যে উপায় সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, বাকি সমগ্র য়ুরোপ তাহা বাতুলতার পরিচায়ক বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। ফরাসী ভার্শাইল ছাড়িয়া এক পা যাইতে রাজী নহেন; মধ্য ও প্রাচ্য য়ুরোপ বলিতেছে, এবং আমরাও দেখিতেছি যে, ঐখানেই আমাদের সকলের মৃত্যুবাণ রহিয়াছে। অথচ ভার্শাইলের জন্য এক ফরাসীকে দোষ দিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়; য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ডের ও ইটালীর দায়িত্ব ফরাসীর অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। এই রহস্যময়ী সমস্যার উল্লেখ করিলেই বোধ হয়, ব্যাপারটা সকলের নিকটে সুস্পষ্ট হইবে। প্রথম দফা এই:—জর্ম্মণীর রাজ্য নষ্ট হইয়াছে, বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে;—উপনিবেশগুলি গিয়াছে; অধিকাংশ কয়লার খনিও গিয়াছে; কাগজের মুদ্রায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে, অথচ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে দফায় দফায় কিস্তিবন্দি করিয়া রেলের মালগাড়ী বোঝাই করিয়া স্বর্ণমুদ্রা মার্ক পশ্চিম সীমান্ত ছাড়াইয়া মার্কিণের কোষাগারে পৌঁছাইয়া দিতে হইতেছে। সমগ্র য়ুরোপই যখন মার্কিণের কাছে ঋণী, তখন সমস্ত সোনা তাহারই প্রাপ্য; কিন্তু এক কপর্দ্দকও সে স্পর্শ করিল না। বেল্‌জিয়ম্ ও ফ্রান্স কাঁদাকাটি করিতে লাগিল। আগে তাহাদিগকে না দিলে চলে না। যাক্, ও কথা এখন আলোচনা না-ই করিলাম। কিন্তু যে জর্ম্মণীর শিল্প-বাণিজ্য একেবারে জখম করা হইল, সে কেমন করিয়া এই ক্ষতিপূরণের টাকা যোগাইতে পারে? বিশেষতঃ ফ্রান্স বলিলেন,—'জর্ম্মণীকে বিশ্বাস নাই; সে সুযোগ পাইলেই ফাঁকি দিবে; তাহার নিকট হইতে প্রত্যেক পাই পয়সা আদায় করা চাই; যদি উহারা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে, তাহা হইলে আমাদের কাফ্রী-সৈন্য রাইন অতিক্রম করিয়া আরও দু' একটা প্রদেশ অধিকার করিতে প্রস্তুত আছে।' স্বদেশের মধ্যে অবাধ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক স্বর্ণ-মুদ্রার যখন অভাব, আর চারিদিকে সে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, তখন কোথা হইতে সহসা সে আলাদীনের দীপ পাইল, বলিতে পার কি? এক জন সেই আঁধার পুরীতে হঠাৎ সেই দীপ জ্বালিয়া দিল।

ডিওলিটি

ষ্টিনস্ নামধেয় এক জর্ম্মণ কর্ম্মবীর বলিলেন—'এ আর বেশী কথা কি? আমাদের দেশে যেখানে যা' সোনা-রূপা আছে, বাহির করিয়া দাও। ওগুলাকে আগে বিদায় কর; আর আমাদের ষ্টেটের যত ছাপাখানা আছে, সবগুলা দিনরাত চালাইয়া দেওয়া হউক, কেবল অনবরত কাগজের মার্ক মুদ্রিত করা হউক। মুদ্রা ত দ্রব্য-বিনিময়ের সহজ উপায়-স্বরূপ; তা' আমাদের দেশের মধ্যে সোনা-রূপা না-ই রহিল, কাগ-জের টাকাতেই কাজ হইবে। যখন সোনায় আমাদের ঋণ-পরিশোধ করিতে হইবে, তখন সোনা চাই; অতএব আমাদের কাগজের মার্ক বিদেশে বিক্রয় কর।' রাশি রাশি মার্ক বিদেশের পোদ্দারের কাছে আসিল। এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ দু' শো, চার শো, ছ' শো, আট শো···সাড়ে চৌদ্দ শো'র উপর মার্ক দাঁড়া-ইল। গত সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই জর্ম্মণী পঁচিশ কোটি পাউণ্ডের মার্ক বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় প্রথম কিস্তি ক্ষতিপূরণের দাবী মিটাইয়া দিল। এত মার্ক কিনিল কাহারা? যাহারা ভাবিল যে, এই সময়ে মার্ক কিনিয়া মজুত করিতে পারিলে, পরে যখন মার্কের মূল্য অধিক হইবে, তখন ছাড়িলেই প্রচুর লাভ হইবে। এক দিন না এক দিন অবশ্য মার্কের দাম চড়িবে; কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল, মার্কের দাম চড়িল না। তখন

আমাদের দোকানী পশারী কারবারীরা হৈ-চৈ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, জর্ম্মণী পৃথিবীর হাটে সব চেয়ে সুবিধার দরে কেনা-বেচা করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া মার্কের দর চড়াইতেছে না। কেহ কেহ বলিল, সে নিজের দেশের মধ্যে মার্কের যে দর রাখিয়াছে, জর্ম্মণীর বাহিরে তদপেক্ষা অনেক কম দরে মার্ক ছাড়িতেছে; সুতরাং তাহার কারবার বাণিজ্য বেশ চলিতেছে; বিদেশ হইতে সে বহু জর্ম্মণ জিনিস সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার পাইতেছে। ফরাসী বলিলেন, জর্ম্মণী আমাদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য মার্ক লইয়া খেলা করিতেছে। সকলে বলিয়া উঠিলেন,—জর্ম্মণীর ছাপাখানাগুলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে সে আর কাগজের মার্ক ছাপিতে না পারে। জর্ম্মণ বলিলেন,—'সে কি কথা? কেহ কি ইচ্ছা করিয়া নিজের দেশের টাকার মূল্য কমাইয়া দেয়? ফাঁকি দিবার জন্য আমরা এমন কল পাতিয়াছি, যাহাতে সমগ্র দেশটা দেউলিয়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এ রকম মনে করা কি বাতুলতা নহে? ফরাসীর যাত্রা ভঙ্গ করিবার জন্য জর্ম্মণী নিজের নাক কাটিতেছে, ইহা কি সম্ভবপর? মার্ক যখন কেহ লইতে চায় না, অথচ মার্ক বিক্রয় না করিলে reparation এর অর্থমূল্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন মার্ক যে দরে আজ লইতে পারে, সেই দরে আমাদিগকে ছাড়িতে হইয়াছে; দায়ে হইয়া আমাদিগকে ছাড়িতে হইয়াছে; ইহাতে কিসে আমাদের চাতুরী প্রকাশ পাইতেছে, বুঝিতে পারি না।' আমরা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহি; বলিলাম—'যুদ্ধের পূর্ব্বে তোমরা আমাদের নিকট হইতে অনেক জিনিস কিনিতে; এখন আমরা সেই সব এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারি, কিন্তু তোমরা অর্ডার দিতেছ না কেন? এখন তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে আমাদের আপত্তি নাই।' জর্ম্মণী উত্তর করিল, 'তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে আমাদেরই কি আপত্তি আছে? তবে একটা মস্ত বাধা এই যে, তোমরা কেহ আমাদের নির্দ্ধারিত মূল্যে মার্কের পরিবর্ত্তে জিনিস বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহ; অথচ তোমাদের পাউণ্ডের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিতে গিয়া আমাদের মার্কের এই দুর্গতি দাঁড়াইয়াছে। ধারে জিনিস দিতে পার? খুব লম্বা ধারের বাধ, long-term credit? যখন সামর্থ্য হইবে, মূল্য দেওয়া যাইবে।' কিন্তু তাহাতে আমাদের চলে কি? পোল্যাণ্ডের মার্ক, রুশিয়ার রুবল, অষ্ট্রিয়ার ক্রোণ কোন্ অতলে ডুবিয়াছে; ইটালীর লায়ার, ফরাসীর ফ্রাঙ্কের ও আমাদের পাউণ্ডের সঙ্গে ইহাদের কোনও সমতা রক্ষা অসম্ভব হইয়াছে। অথচ এই gold parity'র উপর আমরা এতকাল নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি; কোনও আকস্মিক দুর্য্যোগে আমাদের সেই চিরাভ্যস্ত gold parity নষ্ট হইয়া গেলে, আমাদের মনে হয়, যেন য়ুরোপীয় সভ্যতা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের জিনিসের কাটতি য়ুরোপে একেবারে নাই বলিলেই চলে; কল-কারখানার কাজ বড়ই মন্দা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এ দেশে যে আমদানী রপ্তানী হইয়াছিল, ১৯২১ সালে তাহার ঠিক অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। ফরাসী যে সকল বিলাস-সামগ্রী স্বদেশে প্রস্তুত করে, তাহা জর্ম্মণীকে ক্রয় করিতে অনুরোধ করা হইল। জর্ম্মণী বলিল—আমাদের জীবনযাপনের উপযোগী অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি কি দিয়া ক্রয় করিব, তাহার চিন্তায় আমরা আকুল; বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করা এখন অসম্ভব। বিজেতা ইংরাজ ও ফরাসী নিজ নিজ পণ্য লইয়া য়ুরোপের কোন হাটে বিকাইতে পারিতেছে না। জর্ম্মণীর নিকট হইতে ঠিক যে পরিমাণ টাকা পাইবার আশা করা গিয়াছিল, তাহা অবশ্যই কেহ আমরা পাইলাম না; সুতরাং বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার হিসাবে একটা আনুমানিক অঙ্ক বসাইয়া মিত্র-শক্তিদের মধ্যে কাহারও কাহারও বজেট ঠিক করিতে হইয়াছে। য়ুরোপের বর্ত্তমান সমস্যার এই দিকটাই আমাদের সকলের চোখে পড়ে। দেখিয়া শুনিয়া মার্কিণ লেখকরা দূর হইতে বলিতেছেন,—য়ুরোপ একটা প্রকাণ্ড হাসপাতাল; সকলেই শয্যাগত; কাহারও উঠিবার শক্তি নাই; আবার মজা এই যে, যদি কোনও কবিরাজ রোগের নিদান আবিষ্কার করিয়া আরোগ্য লাভের জন্য সুপরামর্শ দেন, তাঁহার ব্যবস্থায় কেহ কর্ণপাত করেন না। ইংরাজ ফরাসীকে দোষ দেন, ফরাসী ইংরাজকে দোষ দেন, এবং ইটালীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী নিটি ইংরাজ ও ফরাসী উভয়কেই দোষী বিবেচনা করেন।' আমাদের এই ধাঁ-তাং প্রায় কর্পূরের মত রাতারাতি উবিয়া যাইতেছে। কিন্তু বন্ধুবর পোঁয়াকারে কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে, জার্ম্মাইনই য়ুরোপের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে।"

পোঁয়াকারে মুখ ফুলিলেন—"জার্ম্মাইন্ য়ুরোপের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে? রায় অনুর্দ্ধ চতুর্দ্দশ লুই!"

ইংরাজের চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল।···"যে চতুর্দ্দশ লুই, ফ্রান্স জার্ম্মাইন্ প্রাসাদ ও মর্ম্মর-নির্ঝর-সেবিত উদ্যান-কুঞ্জবন রচিত করিয়াছিলেন, সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পরে আজ তিনি ফ্রেন্চের পোঁয়াকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেছেন। এক দিন দর্পভরে লুই বলিয়াছিলেন—L'etat? c'est moi, রাষ্ট্র? সে ত আমি!' আজ তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি বলিতেছেন—'La Europa? c'est moi, য়ুরোপ? সে ত আমি!'"

দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া পোঁয়াকারে বলিলেন—"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে! যে যুদ্ধ সমগ্র ফরাসী জাতি চিতারোহণ করিয়াছিল, সে যুদ্ধ বিলাসী সমুদ্রমেখলদ্বীপবাসী ইংরাজের মুখের অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটের ভস্মাগ্রটুকুও স্খলিত করিতে পারে নাই!"

ব্রিয়াঁ।

ইংরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"যুদ্ধে পারে নাই সত্য; কিন্তু জার্ম্মাইনের সন্ধিতে আমাদের পোড়া চুরুটের ছাই কেন, আস্ত চুরুট হইতেই আমরা একেবারে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। আমাদের পাদরী ডীন্ ইঞ্জ্ বলিতেছেন, আমাদের কিছুতেই রক্ষা নাই—যদি আমরা জার্ম্মাইনের মত শক্তিশর নিক্ষেপ করিতে থাকি—if we wage peace; তাঁ'র এই ছোট্ট bon mot টুকু তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে কি?"

বেগতিক দেখিয়া বেলজিয়মের এমিল্ ক্যামেরার্ট মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন—"আপনারা নিজ নিজ দুঃখের কাহিনী বলিতেই ব্যস্ত। একবার আমাদের অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন দেখি। ফরাসী মনে করিতেছেন, তিনি সম্মুখে না দাঁড়াইলে ইংরাজ বাঁচিত না; ইংরাজ ভাবিতেছেন যে, তিনি না দাঁড়াইলে ফরাসী বাঁচিত না। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রথম তিন সপ্তাহ আমরা যদি শত্রুর গতিরোধ না করিতাম, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে কোথায় দাঁড়াইতেন? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখুন। আমরা কিন্তু পরস্পরের দোষ ধরিয়া চুল চিরিয়া বিচার করিতে বসা প্রয়োজন মনে করি না। সে প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডার বিশেষ কোনও লাভ নাই, বরঞ্চ মনোমালিন্য আমাদের নিবিড় সখ্য-বন্ধন শিথিল করিয়া দিতে পারে। যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে; এখন দেখিতে হইবে, কিসে সব দিক্ রক্ষা থাকে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ১৯১৩ সালের প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে ফ্রান্সের লোকক্ষয় গত যুদ্ধে শতকরা ৮·৬ হইয়াছে, ইংলণ্ডের ২·২ এবং আমাদের ২·৬। কাজেই ইংরাজের চুরুটের অগ্রভাগ হইতে ছাইটুকু পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে নাই, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের মোট লোকসংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষ যুদ্ধের প্রাক্কালে ছিল; এখনও তাহাই আছে বলিলে চলে। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা পূর্ব্বেও ছিল চার কোটি; এখনও তাহাই আছে;—এল্সাস্ লোরেনের লোকসংখ্যা হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লইয়াও বিশেষ কিছু বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায় নাই। গ্রেট বৃটেনে চারি কোটির কিছু অধিক ছিল, অল্প কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এল্সাস লোরেন ও সাইলিশিয়া বাদ দিলে জর্ম্মণীর লোকসংখ্যা এখন মোটামুটি ছয় কোটি ধরা যাইতে পারে। যুদ্ধের অবসান হইলে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছিলাম। প্রায় আটত্রিশ লক্ষ লোকের খাওয়া-পরার ভার ঘাড়ে লইল। দেশের অর্দ্ধেক লোক কাজ খুঁজিতে ব্যস্ত; কিন্তু কাজ দেয় কে? বৎসর দেড়েকের মধ্যে কিন্তু অধিকাংশ নিকর্ম্মা লোককে আর অকেজো অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইল না। দেশের পুনর্গঠনকার্য্যে সকলকে যথাসম্ভব নিয়োজিত করা হইল। ৪০,০০০ কিলোমিটার বাঁধান রাস্তার প্রায় পঞ্চমাংশ নষ্ট হইয়াছিল; ৪,৫০০ কিলোমিটার

রেলপথের অর্দ্ধেকেরও বেশী বিধ্বস্ত হইয়াছিল ; অধিকাংশ রেলগাড়ী যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহার কোনও খবরই আমাদের জানা ছিল না। ১৯১৯এর মে মাসে আমরা জর্ম্মণীর দেয় টাকার প্রথম দশ কোটি পাউণ্ড পাইবার অধিকারী হইলাম। আমাদের মিত্র-শক্তিবর্গের নিকটে আমরা যত টাকা ঋণ করিয়াছিলাম, তাহা জর্ম্মণীর ঘাড়ে আপনারা চাপাইয়া দিয়া আমাদিগকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যের উপযোগী যত গরু ঘোড়া জর্ম্মণী আমাদের দেশ হইতে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি সে ফিরাইয়া দিল। ৪৭,০০০ বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছিল ; তন্মধ্যে ২৪,০০০এরও অধিক পাকা বাড়ী, এবং ১২,০০০ অস্থায়ী কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমাদের কয়লার খনিগুলাতে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার লোক কাজ করিত; ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইল এক লক্ষ উনষাট হাজার। পিতল-কাঁসার কারখানায় ১৯১৩ সালে ছিল এক লক্ষ সাইত্রিশ হাজার ; সাত বৎসর পরে দাঁড়াইল এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার। এমনই করিয়া অধিকাংশ লোকের কাজ জুটিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আপনাদের গায়ে পড়িয়া এমন করিয়া আমি সহসা আমাদের নগণ্য ক্ষুদ্র দেশের কথা বলিতে বসিলাম কেন? ইংলণ্ডের চার কোটি নর-নারীর মধ্যে বিশ লক্ষ কর্ম্মক্ষম লোকের কাজ জুটিতেছে না। অনেক কল-কারখানার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বহু কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দিয়াছে ; কতকগুলা কারখানা প্রায় বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছে। ইংলণ্ডের উভয়-সঙ্কট ;—জর্ম্মণীর নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা লইলেও বিপদ ; ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দ্রব্যাদি লইলেও বিপদ। জর্ম্মণীর অনেকগুলি বাণিজ্য-পোত ইংলণ্ডের হস্তগত হইলে গ্রেট বৃটেনের নৌ-কারখানায় যতগুলি নূতন জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই অনাবশ্যক হইয়া পড়িল ; সুতরাং কয়েক হাজার মিস্ত্রী ও কারিকরের চাকরী গেল। জর্ম্মণীর রং ইংরাজ কিছু পাইলেন ; অমনই ইংরাজের নব-প্রতিষ্ঠিত রংএর কারখানা বাঁচাইবার জন্য নূতন আইন করিতে হইল। এ যেমন এক দিক্‌কার কথা ; তেমনি আর এক দিক্ দেখুন। জর্ম্মণীর লোকসংখ্যা ছয় কোটি। যুদ্ধশেষে পঞ্চাশ লক্ষের অধিক সৈন্য ও সামরিক কর্ম্মচারী একেবারে কর্ম্মহীন বেকার হইয়া পড়িল। সমরোপচার যোগাইবার জন্য যে সকল বড় বড় কারখানায় গোলা, বারুদ, গ্যাস, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি তৈয়ার করা হইত, সেখানকার লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর অন্নের উপায় রহিল না। কিন্তু ইহারই মধ্যে অধিকাংশ লোকের কাজ জুটিয়াছে ; বোধ করি, কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ এখনও ষ্টেটের নিকট হইতে মাসহারা লইয়া জীবনধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। এ প্রহেলিকা মন্দ নয়। এখন য়ুরোপের অন্ন-বস্ত্রের এই বিষম সমস্যার সমাধান কিসে হইবে ?"

ইংরাজ বলিলেন—"তাই ত বলিতেছি, জেনোয়ায় চল ; সকলে মিলিয়া একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

ফরাসী বলিলেন,—"একটু ভাবিবার কথা বটে। ওয়াশিংটন রাইণে পাহারা দেওয়ার খরচ বাবদ যে টাকা চাহিয়াছে, তাহা এখনই দিতে হইলে আমরা একটি পয়সাও পাই না। কিন্তু রুশিয়া…"

প্রেতের অট্টহাস্যের মত একটা অস্বাভাবিক শব্দ করিয়া রুশ বলিলেন,—"এখনও রুশিয়াকে তোমাদের পংক্তিতে বসিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিতেছ না? ত্রিশ বৎসরের নিবিড় সখ্যভাবের কি এই পরিণাম? রোম্যানফ্ বংশের পুঞ্জীভূত ঋণস্বীকার করিয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করি নাই বলিয়া তোমাদের এত আক্রোশ? পোলাণ্ডকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে খাড়া করিয়া তোমরা ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া আমার উপর শরনিক্ষেপ করিলে ; রুশের বিরুদ্ধে রুশকে ক্ষেপাইয়া তুলিলে ;—সেই য়ুডেনিচ-ডেনিকিন-কলচ্যাক-সংবাদ কতটা তোমাদের কাহিনীর সহিত জড়িত, তাহা তোমরা খুব জান। কি আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া তোমরা জলপথে স্থলপথে আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছ, বল দেখি? আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম? আজ ভল্গাপ্রদেশে দুই কোটি নর-নারী অন্নাভাবে মরিতেছে ; কচিকচি ছেলে-মেয়েরা কেমন করিয়া বাঁচিবে, সে কথা ভাবিতে পারিতেছ না? সমগ্র ভল্গা-প্রদেশকে প্রেতপুরী করিল কে? কি বলিতেছ? ভল্গা-প্রদেশ হইতে আড়াই শ' মাইল দূরে ডেনিকিন ও কলচ্যাক লড়াই করিয়াছিল, অতএব তাহারা ওখানকার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী নহে? আড়াই শ' মাইলের মধ্যে তা'রা আসে নাই,—সত্য ; কিন্তু ঐ প্রদেশের মানব-সমাজের বিচিত্র জীবন-প্রবাহ যে চারিচিন্এর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত,—বল দেখি, ভল্গার সেই মর্ম্মস্থানের উপর ডেনিকিন্ প্রমুখ কত 'শ্বেত'-চমূ-নায়ক পদাঘাত করিয়াছে? চেকো-শ্লাভাক আততায়ীরা যখন সামারা, কাজান, সারাটফ প্রভৃতি দখল করিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর একটা অত্যন্ত স্পর্দ্ধাসূচক ইস্তাহার জাহির করিল, তাহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইল যে, প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিক পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়াছেন যে, বলশেভিক রুষিয়াকে বিধ্বস্ত করার জন্য চেকো-শ্লাভাকের যে শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার মূল্য-স্বরূপ নবীন চেকো-শ্লাভাক রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। যে সামারায় এই ইস্তাহার জাহির হইয়াছিল, সেটা কোন্‌খানে জান কি? বাকুর পেট্রোলিয়ম তেল, ডনেট্‌জএর কয়লা, ভল্গার গম, যব, ধান প্রভৃতি শস্য কে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল? তেল, কয়লা, শস্য আটকাইয়া কে আমাদের শিল্প-বাণিজ্য ছারখার করিয়া দিল? শিল্প গেল ; মস্কো গভর্মেণ্ট শস্যের বিনিময়ে চাষাকে কাগজের কবল ব্যতীত আর কিছু দিতে পারিল না। কৃষকের চাষ-আবাদ কমিয়া গেল। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। 'We spent £100,000,000 in causing it'—মিঃ ম্যাসিংহাম একখানা ইংরাজি কাগজে সম্প্রতি ইহা কবুল করিয়াছেন। আর ফরাসীর দায়িত্ব কত বেশী? কিন্তু পুষ্কিণ, টুর্গেনিফ, টলষ্টয়, ডষ্টয়ভস্কির দেশকে নষ্ট করিতে কেহ পারিবে না। আমাদের পল্টাভার বিজয়োদ্ধত সুইডেন চিরনির্ব্বাণ লাভ করিল ;—আর আমাদের মস্কো কি তোমরা ভুলিয়াছ? …এবার আমাদিগকে বাদ দিয়া কেমন করিয়া এই ভাঙ্গা য়ুরোপ জোড়া লাগে, তাহা মস্কোর third international বিবেচনা করুন।"

জর্ম্মণ বলিলেন,—"আমি কাগজের ফানুস বানাইয়া গোটা য়ুরোপটাকে হাওয়ার উপর উড়াইতেছি,—আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ! কে আমাকে নগ্ন করিয়া জগতের রঙ্গমঞ্চে নিষ্ঠুরভাবে দাঁড় করাইল। বলশেভিক রুষিয়া রাজবংশের দপ্তর হইতে যে সকল গোপন কাগজ-পত্র প্রকাশিত করিয়াছে, তাহাতে কি এই মহাযুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ জর্ম্মণীকে দায়ী করা যায়? স্তাজনফ ও পৌয়াকারের তখনকার পত্রাবলী কি সাক্ষ্য দিতেছে? এতকাল পরে সে দিন কেন মিঃ লয়েড জর্জ্জ ইংরাজকে বলিলেন,—We all tumbled into the war? তাই যদি হইল, তবে আমার স্কন্ধে reparationএর এই গুরুভার চাপান হইল কেন? এখানে সে সকল কথা তুলা নিষ্ফল ; বিশেষতঃ যখন দেখিতেছি যে, যদিও পৌয়াকারে জেনোয়ায় পদার্পণ করেন, তাঁহার এক পা ভার্শাইনে থাকিবেই থাকিবে।"

অষ্ট্রীয়া বলিলেন,—আমরা যদি জর্ম্মণ রাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের সব দিক্ বজায় না থাকুক, অন্ততঃ আমরা রক্ষা পাইতাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যবিধাতারা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। জাতি হিসাবে আমরাও জর্ম্মণ ; তবে এ মিলনে আপত্তি হইল কেন? গণনা করিয়া দেখা হইল যে, ছয় কোটি জর্ম্মণের সঙ্গে আমরা আশী নব্বই লক্ষ মিশিয়া গেলে ফরাসীর চার কোটি অপেক্ষা এত অধিক দাঁড়াইয়া যায় যে, পুনরায় যদি কখনও জর্ম্মণীর প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠে, তবেই সর্ব্বনাশ! এই কাল্পনিক ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কেহ আমাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। যে পোল্যাণ্ড চেকো-শ্লোভাক ও য়ুগো-শ্লাভ ষ্টেট ফরাসীর বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই ফরাসীর আপদে বিপদে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে ; তবে ভিয়েনাকে এমন করিয়া এক-ঘরে করিলে কেন? সমস্ত দেশ দুধ, রুটী, পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে হাহাকার করিতেছে ; মার্কিণ ও ইংরাজ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেছেন। আমাদের ক্রোণমুদ্রা য়ুরোপের উপহাসের সামগ্রী হইয়াছে। কিসের জোরে আমরা অন্যের সহিত দ্রব্য-বিনিময় করিতে সাহস করি? জেনোয়ায় আমাদের কোনও উপায় স্থির করিবে কি না, বলিতে পারি না। আমাদের একূল ওকূল দুকূল গেল দেখিয়া আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে ল্যানায় সন্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। ফরাসী একটু খুসী হইলেন বোধ হয় ; কিন্তু যাঁহারা জর্ম্মণ putsch এর দিকে ঝোঁক করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন। কার্লগেলেন, হ্যাপসবর্গ বংশের ইতিহাস এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হ্যাপসবর্গ ধুরন্ধররা আমাদের কি দশায় ফেলিয়া গেলেন?"

পোল্যাণ্ড বলিলেন,—"আমরা অষ্ট্রীয়া বা রুষিয়ার বিরোধী, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। আমরা যদি বলশেভিক রুষিয়ার বিরুদ্ধে বৈরিভাব পোষণ করিতাম, তাহা হইলে সেনাপতি হ্যালেরের

অমন দুর্গতি বোধ করি হইত না। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট প্যাডারুস্কি ও মার্শাল্ পিল্‌সুড্‌স্কি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হেমন্তকালে বলশেভিক রুষিয়ার সহিত সন্ধি করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন; লয়েড জর্জ্জ ও ক্লেমেঁসো কিছুতেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেন না। হয় ত ফরাসী আমাদের উপর কিছু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু আমাদিগকে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ ছিল না, এবং এখনও নাই। অষ্ট্রীয়ার বিরোধী হইব কেন? তাঁহার নাড়ী কাটিয়া যে চেকো-শ্লোভাক ও যুগো-শ্লাভ ষ্টেট দুইটি জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বত্র শ্লাভজাতির প্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধ-পরিকর; সেই শ্লাভ-সার্ব্বভৌমিকতা আমাদের জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের সহিত কিছুতেই মিশ খাইতে পারে না। আপনারা সকলেই ইহা জানেন বলিয়া আমি অসঙ্কোচে আজ আপনাদের সকলের সমক্ষে এ কথাটার উত্থাপন করিলাম। এই নবীন শ্লাভ-রাষ্ট্রগুলির সহিত মিলিত হইয়া নব-জাত পোল্যাণ্ড যে অষ্ট্রীয়ার অনিষ্টসাধন করিবার চেষ্টা করিবে, তাহা সহজে হইতে পারে না। স্বীকার করি, সেনাপতি জেলিগোস্কির অভিযানে ও অন্যান্য কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশীদিগের সহিত কিছু অসদ্ভাব হইয়াছে; সে কেবল আমাদের রাষ্ট্রের সীমান্ত-রেখা পাকাপাকি স্থির করিয়া দেওয়া হয় নাই বলিয়া। আমাদের মার্ক মুদ্রা যে এক এক খণ্ড সাধারণ সাদা কাগজের চেয়ে কম মূল্যবান্, সে কথা পরিব্রাজক ডক্টর ডিলন্ সম্প্রতি য়ুরোপে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। এ অবস্থায় আমাদিগকে রণ-সাজে মণ্ডিত হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা কখন্ কি হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে! অদৃষ্টের এই পরিহাস হইতে জেনোয়া আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিবে কি? জেনোয়ায় আমরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে চাহি না; ছোট-জাঁতাতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একযোটে কাজ করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তাহাতে অন্য কাহারও বিশেষ কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না। আবার য়ুরোপের ইতিহাসে পোল, শ্লাভ ও চেক্‌এর বিভিন্ন cultureকে জোর করিয়া কেহ একটা রাষ্ট্রীয় কটাহে চাপাইয়া অদ্ভুত সমন্বয়ের চেষ্টা করিলে হ্যাপ্‌সবর্গের মত সফল-প্রযত্ন হইবেন না। নেশন হিসাবে আমাদের একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা আছে বটে; কিন্তু এখন সমগ্র য়ুরোপের একমাত্র সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—অর্থ-সমস্যা। এই ইকনমিক্ ব্যাধির নিরাকরণ করিতে না পারিলে ফল—"অপমৃত্যু।"

ইটালী বলিলেন,—"তাই ত দেখিতেছি! আর সবুর করা চলে না। জেনোয়া-সম্মিলনে আর কোনও বাধা-বিপত্তি না ঘটে, তাই আমাদের গভর্মেণ্ট ১০ই এপ্রিল বৈঠক বসিবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমাদের নিজের গোলমাল অনেকটা মিটিয়াছে। বণমী সরিয়া দাঁড়াইলেন; ফ্যাক্টো নূতন মন্ত্রি-সংসদ্ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি এরই মধ্যে জেনোয়ার তারিখ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মার্কিণ আসিবেন না। মার্কিণ স্বর্ণস্তূপের উপর নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন। অনেকে মনে করেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে য়ুরোপকে তাঁহার স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিতে পারেন। যদি তিনি পঁচিশ ত্রিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা য়ুরোপের বাজারে চালাইতে দিতেন, তাহা হইলে য়ুরোপের অর্থ-বিনিময় ব্যাপারে পুনরায় gold parity ফিরিয়া আসিত; য়ুরোপ আবার ক্রয়-বিক্রয় করিতে সমর্থ হইত। য়ুরোপের এই সামর্থ্যহীনতা মার্কিণের পক্ষেও অনিষ্টকর হইয়াছে; মার্কিণের অনেক জিনিষ য়ুরোপ কিনিতে পারিতেছে না। ফলে সেখানেও দাঁড়াইয়াছে এই যে, বহু সহস্র কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কাজ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কাজ পাইতেছে না। কিন্তু তবুও মার্কিণ কোনও সর্ত্তে আপাততঃ য়ুরোপকে সোনা দিয়া সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক। য়ুরোপের কেহ কেহ বলিতেছেন,—'রূপকথার রাজপুত্রের মত মার্কিণ আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া মূর্চ্ছিতা য়ুরোপকে সোনার কাঠী স্পর্শ করাইয়া সঞ্জীবিত করিতে পারেন।' কিন্তু তিনি য়ুরোপের যে মূর্ত্তি দেখিতেছেন, তাহা কল্যাণময়ী নহে; তাহা ভীমা রাক্ষসী মূর্ত্তি। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত। পরিধানে এখনও যোদ্ধ্বেশ। তাই মার্কিণ ইতস্ততঃ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। য়ুরোপকে ভাল করিয়া জাগাইতে হইবে। জেনোয়া পারিবে না কি? দুর্দ্দিনের সখার মত মার্কিণ যে দিন য়ুরোপের পার্শ্বে আসিয়া এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয় লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দিনের কথা তিনি কেমন করিয়া ভুলিলেন? এখনও য়ুরোপার দুঃখ-যামিনীর অবসান হয় নাই। হায়! তবে—

'থাকিতে যামিনী কেন
গুণমণি যেতে চায়!
ফিরাইলে যাত্রাভঙ্গ,
না ফিরালে প্রাণ যায়।'

* * * * *

উদ্যোগ পর্ব্ব সমাপ্ত হইল বটে; কিন্তু ইহার শেষভাগে ইটালীর যে lyrical mood জেনোয়া-যজ্ঞের আয়োজনকে ব্যর্থ হইতে দেয় নাই, সভা-পর্ব্বেও তাহা সমবেত সুধীজনের মনকে স্নিগ্ধ-মাধুর্য্য-রসে সিক্ত করিতে পারিয়াছে। পোঁয়াকারে নিজে না গিয়া বার্টুকে পাঠাইয়াছেন। বার্টুও Quay d' Orsay'র সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কাজ করিতেছেন না। ফরাসী গোড়া হইতে ধরিয়া বসিয়াছেন যে, ক্যানে বৈঠকে যে রকম স্থির করা হইয়াছিল, সেই রকম কাজ এ ক্ষেত্রে করিতে হইবে; অন্যথাচরণ হইলে ফরাসী সরিয়া পড়িবেন। সভাপতি ফ্যাক্টা মধুর ভাষায় সভার উদ্বোধন করিলে পর কতকগুলি কমিটী গঠিত হইল। রুশিয়া হইতে লেনিন আসিতে পারেন নাই;—তখনও তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে আততায়ীর বন্দুকের গুলী ডাক্তার বাহির করিতে পারেন নাই। কিন্তু বলশেভিক পররাষ্ট্র-সচিব চিচারিণ, লিট্‌ভিনফ ও ক্রাসিনকে সঙ্গে লইয়া জেনোয়ায় আসিয়াছেন। চিচারিণ বলিলেন,—"এ কমিটীতে জাপানকে বসিতে দেওয়া উচিত নয়; কারণ, সে এখনও আমাদের সাইবিরিয়ার অংশবিশেষ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে!" রুশিয়ার এ তেজোব্যঞ্জক উক্তিতে সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল। ভাইকাউণ্ট ইশিয়াই বলিলেন—"চিচারিণের সম্মতি থাকুক আর না-ই থাকুক, আমি এ কমিটী হইতে নড়িতেছি না।"...কিছুকাল পরে চিচারিণ বলিলেন—"ফরাসী এখনও রণ-সাজ পরিয়া আছে। ওয়াশিংটনে সে বলিয়াছিল যে, রুশিয়ার ভয়ে তাহাকে সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিতে হইয়াছে। বেশ কথা। আমরা অস্ত্রত্যাগ করিতেছি; তাঁহারা করিবেন কি?" ফরাসী কি একটা নূতন ওজর করিলেন। গোলযোগ বৃদ্ধি পায় দেখিয়া ফ্যাক্টা মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিলেন।

ফরাসী বলিলেন,—"রুশিয়া আগেকার দেনা শোধ করিবে ত?" রুষ বলিলেন,—"তা'তে আমাদের আপত্তি নাই। কেবল আপনাদের পাঁচ জনের চেষ্টায় আমাদের দেশে 'সাদা'র দল যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহার হিসাবটাও আপনারা মিটাইয়া দিবেন। বোধ হয়, তাহা হইলে আমাদের দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ সহজ হইবে।" বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! এ আবার কি! ইংরাজ, ফরাসী, জাপান গরম হইয়া উঠিলেন। খবরদার! ও সব কথা চলিবে না।... জর্ম্মণ চান্সেলর ওয়ার্থ একখণ্ড কাগজ লয়েড জর্জ্জএর হাতে দিলেন। রুষ-জর্ম্মণ মৈত্রী রীতিমত সন্ধি-সূত্রে গ্রথিত হইয়া গেল। এবার কিন্তু ইটালীর lyrical moodও কিঞ্চিৎ রৌদ্র হইয়া উঠিল। লয়েড জর্জ্জ বলিলেন,—"ক্ষুদ্ধ জর্ম্মণীর সহিত ক্ষুধিত রুশিয়ার এ সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী। আর রাগ করা বৃথা।"

জেনোয়ার রঙ্গমঞ্চ কি রুশিয়ার জন্যই রচিত হইয়াছিল?

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

দারিদ্র্য।

তোমারে চিনিল শুক, উদ্ধব, অক্রূর,
সহর্ষে বরিল শীর্ষে রাজর্ষি জনক,
সেবিয়া হইল ধন্য নারদ বিদুর,
সর্ব্বস্বে কিনিল বলি, জিনিল সনক।
দাও তব নৈমিষের হরীতকী দু'টি
তোমার কামাক-ব্যথা চির-কাম্য প্রিয়,
তব বদরিকাছায়ে চিরদিন লুটি
তোমার দণ্ডক-দণ্ড চিরদিন দিও।

তোমার সন্তোষ-ক্ষেত্র ভারতের বুকে,
তোমার বৈশালী মন্ত্র নিশিদিন জপি,
তব বোধিদ্রুমচ্ছায়ে যেন রহি সুখে
তব তক্ষশিলা-বক্ষে সবি যেন সঁপি।
যদি কৃত্তিবাসে পাই দিবা অবসানে
চিরদিন র'ব আমি তোমার শ্মশানে।

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্গনারীর কাজ।

আজকাল আমাদের দেশে একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই—জীবন-সংগ্রাম। একটা ইংরাজী কথার প্রতিশব্দ আমাদের দেশে না থাকায় এই কথাটা রচনা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে এ কথাটা না থাকিবার বিশেষ কারণও আছে। আমাদের দেশে যখন জীবন ছিল, তখন তাহার জন্ত সংগ্রাম ছিল না, অর্থাৎ "প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত" ছিল না। আর আজ যখন সংগ্রামটাই প্রবল, তখন "তীরস্থ করা" লোকের নাড়ীর মত জীবনটা খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কথা ছিল, "স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেন" উদর পূর্ণ হইত; অভাব অত্যন্ত অল্প ছিল। সে-ই ভাল ছিল কি না, তাহার বিস্তৃত আলোচনা অর্থাৎ সে বিষয়ে গভীর গবেষণা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথাটা আর অস্বীকার করা যায় না যে, সংগ্রামটা প্রবল হইয়াছে।

এই সংগ্রামের কঠোরতা এমন হইয়াছে যে, শ্রমের আধিক্যে অনেক পুরুষের অকাল-মৃত্যু হয়। তখন মনে হয়, আমরা নারীরা যদি কেবল সেবা-শুশ্রূষা না করিয়া, জীবন-সংগ্রামে যোগ দিয়া পুরুষের পক্ষে তাহার কঠোরতার হ্রাস করিতে পারিতাম!

কেবল তখনই নহে, আজকাল আরও অনেক সময় নারীর সেই কথা মনে হয়। যাহারা বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্তার ও স্থবিরে পুত্রের ভার—তাহারা অদৃষ্টের দোষে সময় সময় এমন ভার হয় যে, সে ভার কেহই বহন করিতে চাহে না। দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য—সকল দিকেই ব্যয় বাড়িয়াছে, আরও বাড়িতেছে; অর্থ-নীতিক কারণে একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; যে যাহার লইয়া ব্যস্ত—তবুও আয়ে ব্যয় কুলায় না—যশোদার দড়ীর দুই মুখ এক হয় না। এ অবস্থায় কেহ যে বিধবা ভগিনীর ও তাহার পুত্র-কন্যার বা বিধবা ভ্রাতৃবধূর বা পিসী মাসীর ভার লইতে ভয় পাইবে, তাহা স্বাভাবিক। সে জন্ত সে কালের কথা তুলিয়া লোকের নিন্দা করা সঙ্গত নহে। কারণ, সায়েস্তা খাঁর আমলে চাউলের যে দর ছিল, এখন তাহা নাই। কাজেই অনেক সময়েই মনে হয়, এ দেশে কি নারী তাহার গৃহকর্ম্ম করিয়াও গৃহেই বসিয়া কোন কাজ করিয়া আপনার ভরণ-পোষণের জন্ত কিছুই অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না?

অবশ্যই পারে। এখন যে পারে না, সে কেবল শিক্ষার অভাব।

এ দেশে—এই বাঙ্গালা দেশেও পূর্ব্বে মহিলারা চরকায় সূতা কাটিয়া অর্থ অর্জ্জন করিতেন। 'ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। যাঁহাদের অভাব ছিল না, তাঁহারাও চরকায় সূতা কাটিয়া বেচিতেন, যে পয়সা হইত, তাহা তাঁহাদের স্ত্রীধন হইত। তখন চরকার এত আদর ছিল যে, চলিত ছড়া ছিল—

"চরকা আমার সোয়ামী পুত,
চরকা আমার নাতি;
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতী।"

চরকায় দ্বারে হাতী বাঁধা যাইত কি না, ঠিক বলা যায় না; কিন্তু তাহাতে যে অবসরকালে অন্তঃপুরে থাকিয়া—অন্ত কাজের মধ্যে অর্থার্জ্জন হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আমাদের সেই অভ্যাসটিই গিয়াছে। কেন গিয়াছে, সে কথার উত্তর এক কথায় দেওয়া সহজ নহে। তবে সে জন্ত বর্ত্তমান শিক্ষার পদ্ধতি যে অনেকটা দায়ী, তাহা সহজেই মনে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যেমন পুরুষকে জাতীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত করিয়াছে—বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাও তেমনই স্ত্রীলোক-দিগকে বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত করিয়াছে। আমরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি, তাহার সহিত আমাদের সামাজিক জীবনের কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ"—লিখা বেথুন স্কুলের গাড়ী যে দিন বাঙ্গালীর মেয়েদের আনিতে বাহির হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই এ বিষয়ে বিষম ভুলের আরম্ভ। সেই দিন হইতে আমরা বিদেশী মেয়েদের অক্ষম অনুকরণে ব্যাপৃত হইয়া পূর্ব্বের আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছি, কিন্তু বিদেশী মেয়েদের ছাঁচে আপনা-দের গড়িতে পারি নাই। আজও সেই ভুল চলিতেছে এবং বাড়িতেছে। বাপ-মা "লেখাপড়া" না জানিলে মেয়ের বিবাহ

হইবে না বলিয়া মেয়েদের স্কুলে দেন। শিক্ষা কি হয়, তাহা দেখিবার যোগ্যতা মা'র নাই—বাপের সে সময় নাই। সহরে খৃষ্টান মিশনারী-স্কুল সর্ব্বাপেক্ষা কাছে ও সস্তা—পল্লী-গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে পড়ে; কেবল "বৃত্তি" পাইবার জন্ত গুরুমহাশয় খাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্বতন্ত্র লিখেন। মেয়ে দেখিতে আসিয়া বরপক্ষের লোক জিজ্ঞাসা করে, "কি পড়?" মেয়েটি ভয়ে ভয়ে পদ্মপাঠ হইতে নবধারাপাত পর্য্যন্ত কতকগুলি পুস্তকের নাম করে। বরপক্ষ বিদ্যার বহর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যায়েন। বিদ্যালাভ যাহা হয়, তাহাতে অশুদ্ধ বানানে স্বামীকে পত্র লিখা পর্য্যন্ত চলে—ছেলে-মেয়েকে পড়ান চলে না; আর চলে, উপন্যাস লইয়া তাহার বর্ণনা প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়া কেবল মোটামুটি গল্পাংশ বুঝিতে পারা। এ বিদ্যায় মানুষ গড়া যায় না। আজ যখন দেশে জাতীয় জীবন গড়িবার কথা শুনি—যখন দেশাত্মবোধের কথা শুনি, তখন মনে হয়, যদি সব ছাড়িয়া আমাদের জাতীয় নেতারা সমাজের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, তবে জাতীয় জীবন আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে। কারণ, মা'র কাছে মুখে মুখে জাতির আদর্শের শিক্ষা পাইয়া বালক-বালিকারা প্রকৃত জাতীয় জীবনের সন্ধান পাইতে পারে। এখন জাতীয় সাহিত্য হইতেও মেয়েরা আদর্শ সঞ্চয় করিতে পারে না—রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী এখন আর পঠিত হয় না; বিদেশী আদর্শে রচিত উপন্যাসই আদৃত।

স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে—সে ভাল কথা; তাহারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমরা যেটুকু লিখিতে ও পড়িতে শিখি, তাহাতে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। প্রকৃত শিক্ষা হইলে আমরাও অবসরকালে কাজ করিয়া পুরুষের শ্রম লাঘব করিতে ব্যস্ত হইতাম এবং আপনারাও স্বাবলম্বী হইবার উপায় করিতে পারিতাম। আমাদের স্বাবলম্বী হইবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় আমরা অনেক সময় পরের গলগ্রহ। আর সেই জন্তই সময় সময় নারী নারীর মর্য্যাদা রাখিয়া—ভারতে নারীর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হয়।

যে শিক্ষায় আমরা প্রয়োজন হইলে স্বাবলম্বী হইতে পারি, আমাদের জন্ত সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—সে প্রয়োজন দিন দিন অধিক উপলব্ধ হইতেছে। চরকা যদি সে ব্যবস্থা করিতে পারে, আমরা চরকাকেই আদর করি-লইব। কিন্তু চরকার উপযোগিতা এবং স্থানবিশেষে তাহ-একান্ত উপযোগিতা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায়, চর-চালান ছাড়া অন্ত কাজেও যদি আমরা ঘরে থাকিয়া স্বা-লম্বী হইতে পারি বা স্বামিপুত্রের সাহায্য করিতে পারি, তবে সে কাজ ত্যাগ করিয়া কেবল চরকাই বা চালাই কেন?

পূর্ব্বে যখন মেয়েরা চরকায় সূতা কাটিতেন, তখন পুরুষরা একখানা চাদর মাত্র গায়ে দিতেন। মোজা, গেঞ্জী, জামা এ সকলের তখন চলন ছিল না। কাটা পোষাক আজও পূজার সময় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তখনও মহিলারা অন্য কাজও করিতেন। ঢাকাই কাপড়ে বুটী তুলা, কাঁথায় নক্সা সেলাই করা, আমসত্ত্ব দেওয়া এ সব তখনও ছিল।

এখন কর্ম্মক্ষেত্র আরও বাড়ান যায়। কোন কোন বাড়ীতে সেলাইয়ের কল আসিয়াছে। তাহাতে গৃহস্থের অনেক টাকা লাভ হয় অর্থাৎ অনেক খরচ বাঁচে। আমি কাশীতে দেখিয়াছি, দুই জন বালবিধবা ভদ্রকন্যা ছেলেমেয়ে-দের জামা সেলাই করিয়া তাহারই বিক্রয়লব্ধ অর্থে আপনা-দিগকে প্রতিপালন করিতেছেন এবং একটি ভ্রাতাকে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে পড়াইতেছেন। দেখিয়া আমার যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না। আবার তাঁহাদের সেই সব জামা যাহারা বাড়ী বাড়ী বেচিয়া বেড়ায়, তাহারাও তাহাতেই জীবিকা অর্জ্জন করে। এইরূপে কত লোক স্বাধীনভাবে পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে।

তেমন অনেক কাজ আমরা করিতে পারি। তাহাতে পুরুষদিগের কোনরূপ আপত্তি থাকা ত পরের কথা, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা তাহাতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ শিক্ষা দিবার পথটাই পাইতেছেন না। যেমন আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সব ছেলের উপযোগী নহে, বুঝিতে পারিলেও তাঁহারা অন্ত উপায়ের অভাবে সব ছেলেকেই সেই এক পড়া পড়ান, তেমনই আজকাল মেয়েরা যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহা তাহাদের উপযোগী নহে, বুঝিতে পারিয়াও তাঁহারা অন্ত উপায় করিতে পারিতেছেন না। মধ্যে বিলাতী আদর্শই দেশে অনুকরণ করা হইতে-ছিল, "ন দণ্ডের মধ্যে নবান্ন" সারার মত এগার বৎসর:

বয়সে যতটুকু ইংরাজী আদর্শের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তাহাই হইত। এখনও তাহাই চলিতেছে—প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্ষ্ট বুক', পদ্মপাঠ, চারুপাঠ, আবার কোথাও কোথাও হারমোনিয়মে গোটা কতক গৎ বা গান বাজান। ইহার অধিকাংশই কাজে লাগাইবার মত শিখিবার সময় হয় না। যে সব ঘরে খুব সেকেলে চাল চলিত আছে, সে সব ঘরে মেয়ে পড়িলে—বিবাহের পরই এ সব শিক্ষায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, অন্তত্র বিবাহের পরও হয় ত এক বৎসর মিশনারী সভার "গুরু মা" আসিয়া সপ্তাহে দুই দিন বাইবেল পড়াইবার উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিক্ষাও দিয়া থাকেন। অথচ এই শিক্ষায় অনেক স্থলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাহাতে সংসারের সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই বাড়ে। কবি হেমচন্দ্র বাঙ্গালীর মেয়ের সম্বন্ধে যে দুইটি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই শিক্ষার প্রতি তাঁহার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। নামমাত্র বিদেশী শিক্ষার ফল বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"কার্পেটে কারচুপী কাজ কারু নবা চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধ্‌তে ডাল।"

যে শিক্ষার ফলে স্ত্রীলোককে ঘরকন্নার কাজে জলাঞ্জলি দেওয়ায়, সে শিক্ষা যে স্ত্রীলোকের উপযোগী নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই অন্ন শিক্ষার কুফল অধিক শিক্ষায় দূর হইবে মনে করিয়া তিনি দুই জন বাঙ্গালীর মেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"যেই দুঃখে লিখিয়াছি বাঙ্গালীর মেয়ে,
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে।"

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভই নারীর শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। যে শিক্ষা মানুষকে তাহার কর্ত্তব্যের উপযোগী করে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

এই শিক্ষা অবশ্যই ব্যক্তি, অবস্থা ও সুবিধাভেদে ভিন্নরূপ হইবে। মোট কথা এই যে, গৃহকর্ম্ম ব্যতীত স্ত্রীলোকেরও এমন একটু শিক্ষার প্রয়োজন—যাহার অনুশীলন হইলে প্রয়োজনকালে স্ত্রীলোকেও স্বাবলম্বী হইতে পারে। মহাত্মা গন্ধী চরকা চালাইবার পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে একটি এই যে, চরকার চলন উঠিয়া যাওয়ায় অর্থার্জ্জনের অন্য কোনরূপ উপায়ের অভাবে এ দেশে অনেক স্ত্রীলোককে গৃহের বাহিরে এমন সব কাজ করিতে হইতেছে যে, তাহাতে প্রলোভনের পিচ্ছিল পথে তাহারা বিপন্ন হয় বা হইতে পারে। এ কথাটা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অভাবের তাড়নায়, বিশেষ পুত্রকন্যা পালন করিবার থাকিলে তাহাদের জন্য এ দেশে বিধবাকে বা রুগ্নপতির পত্নী হইলে স্ত্রীলোককে অনেক সময় হয় ভিক্ষাজীবী বা অপরের গলগ্রহ হইতে হয়, নহে ত দাসীবৃত্তি করিয়া যেরূপে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাতে পদে পদে বিপদ্ থাকিতে পারে। যাহাতে এমন দুরবস্থা না হয়, তাহার জন্য সময় থাকিতে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সমাজের কর্ত্তব্য—নহিলে সমগ্র সমাজের বিপদ্ ও অমঙ্গল ঘটে।

এই স্থানে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, সেরূপ শিক্ষার এবং শিক্ষা হইলে তাহার চর্চ্চা রাখিবার অবসর মহিলাদের কোথায়? তাঁহাদিগকে বলিতে পারি, ইচ্ছা থাকিলে সময়ের একান্ত অভাব হয় না। আমাদের যাহার যত কাজই কেন থাকুক না—আমরা খানিকটা সময় কাজ না করিয়া বৃথা কাটাই—সে কেবল যে বিশ্রামের প্রয়োজনে, এমনও নহে। বিলাতে ভৃত্যের বেতন অত্যন্ত অধিক—গৃহের অনেক কাজই গৃহকর্ত্রীকে করিতে হয়। অবশ্য, সে শীতপ্রধান দেশে লোক যত পরিশ্রম করিতে পারে, এ দেশে তত পারে না। কিন্তু এ দেশেও দরিদ্র ইংরাজ-পরিবারে মহিলারা যে শ্রম করেন, আমাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবে কেন? শুনিয়াছি, জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বিলাতে স্ত্রীলোকরা অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করিয়াছে—তাহারা পূর্ব্বে কখন সে সব কাজে অভ্যস্ত ছিল না। তাহাতেই মনে হয়, শ্রম করিবার অভ্যাস ও স্বাবলম্বী হইবার প্রবৃত্তি ছিল বলিয়াই দেশের প্রয়োজনের সময় তথায় স্ত্রীলোকরা যে কাজের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই কাজই করিতে সাহস করিয়াছে এবং চেষ্টার ফলে সেই কাজই ভাল করিয়া করিতে পারিয়াছে। জাতির পক্ষে ইহা অল্প লাভ নহে।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোক যদি পুরুষের—স্বামীর ও পুত্রের ভারমাত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামীর বা পুত্রের অভাবে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হওয়া অনিবার্য্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়—অনুমান করিবারও

প্রয়োজন নাই, কারণ, আমরা অনেক গৃহেই তাহা লক্ষ্য করি। স্বাবলম্বনের উপায়ের অভাবে অনেক সময় এ দেশে স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। যাহাতে সেই উপায় করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই স্বাবলম্বনের ভাবের একান্ত অভাবে আমরা পথে ঘাটে মোট-মাটরার (লাগেজের) সামিল—গৃহেও ভারমাত্র। যাহাতে আমরা স্বামিপুত্রের এবং প্রয়োজন হইলে আপনাদের সাহায্য করিতে পারি, গৃহ-কার্য্যের অবসরে আমাদিগকে তাহারই উপযোগী শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

যে সময়টুকু আমাদের আবশ্যক বিশ্রামের অতিরিক্ত এবং যেটুকু আমরা আলস্যে অতিবাহিত করি—সেই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। চরকায় সেইরূপে সময়ের সদ্ব্যবহারের শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু চরকা চালানই হউক বা অন্য কোন কাজই হউক—সেই অতিরিক্ত সময়টুকু তাহাতে প্রযুক্ত করা—যে সময়ের অপব্যয় করি, তাহার সদ্ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা আমাদের সে প্রয়োজন আরও বাড়াইয়া দিয়াছে এবং অভাবের তাড়নাতেও যদি আমাদের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে জাতিহিসাবে আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা বাড়িতে থাকিবে এবং দারিদ্র্যের পেষণে আমাদের সংসার হইতে সর্ব্ববিধ আনন্দের ও আশার বিনাশ সাধিত হইবে।

আমাদের যে কাজ সর্ব্বপ্রধান, সেই শিশুপালন এবং সংসারের শ্রীসাধনও স্বাবলম্বী শিক্ষায় সুসম্পন্ন হইবে—নহিলে তাহার জন্য অতিরিক্ত শ্রমে পুরুষদিগের অজস্র কষ্ট অনিবার্য্য হয়।

শ্রীমনোরমা ঘোষ।

সমান অধিকার।

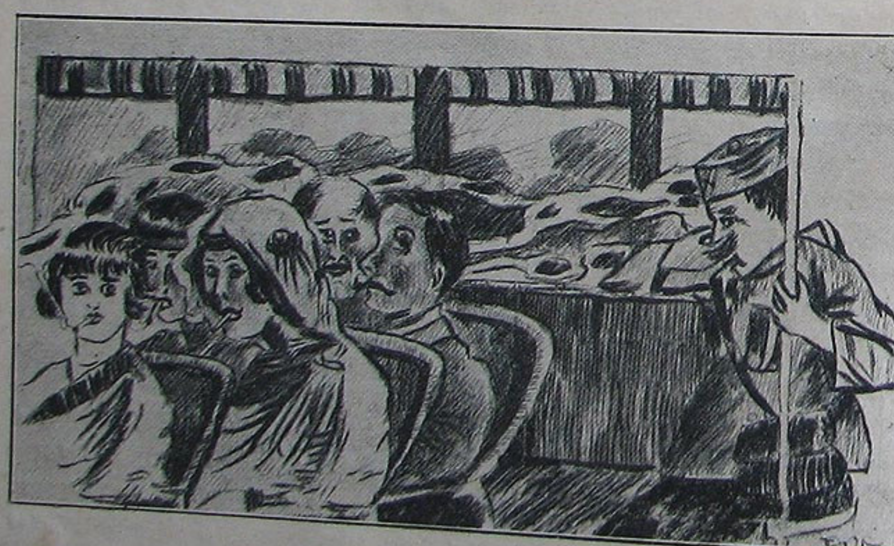

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ।